NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় শ্রীশ্রী দুর্গা

বাঁকুড়ায় সাওতাল ভাষায় পড়ার অনুমতি ৬

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৮ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.9.2023, Vol.17, Issue No. 96, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষা নিয়ে বৈঠক

স্পেনের শিল্প বৈঠকে শিল্পপতিদের বাংলায় বিনিয়োগের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

মাদ্রিদ, ১৪ সেপ্টেম্বর: বাংলার উন্নয়নে বিদেশি লগ্নি ও বিনিয়োগ টানতে স্পেন সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে গিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরাও। বৃহস্পতিবার স্পেনের সরকারের স্প্যানিশ ভাষার ডিরেক্টর জেনারেল গুইলেরমো এসক্রিবানোর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদবও। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন মাদ্রিদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। স্পেনের সঙ্গে বাংলার যৌথ সমন্বয়ে বিদেশি ভাষার শিক্ষার প্রসারের সম্ভাবনা নিয়েও কথা হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সন্ধে নাগাদ শিল্প বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পেনের তরফে ইনডিটেক্স গ্রুপ, জারা-সহ নানা বিদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা ছিলেন বৈঠকে। বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে তাঁদের কাছে বাংলার শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য দেন। রাজ্যের শিল্পনীতি, এই সংক্রান্ত প্যাকেজ, ইনটেনসিভ নিয়েও বলেন। তিনি জানান, 'বাংলায় দক্ষ শ্রমিক আছে, পরিকাঠামোর অভাব নেই। আপনারা প্লিজ বাংলায় কিছু করুন, আমরা খুব খুশি হব। আপনাদের কাজ করতে যা যা প্রয়োজন, আমাদের জানালে আমরা তা তৈরি করে দেব। কোনও অসুবিধা হবে না।'

স্পেনের সরকার ও সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি দলকেও বাংলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। বাংলার পড়ুয়াদের মধ্যে অধুনা বিদেশি ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশি ভাষার শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। সেই প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের। বাংলার পড়ুয়াদের জন্য স্প্যানিশ ভাষা শেখার সুযোগের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও স্প্যানিশ ভাষা নিয়ে প্রশিক্ষণের বিষয় উঠে আসে এদিনের বৈঠকে। একই সঙ্গে এই ভাষা শেখানোর জন্য শিক্ষকদের একটি দলকেও এ দেশে এসে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যসচিব। আসন্ন ২১-২২ নভেম্বর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সেদেশের সরকারের একটি প্রতিনিধি দল যাতে উপস্থিত থাকেন তার জন্য আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য রাজ্য শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে, সেখানেও বিদেশি ভাষার শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বাংলার শিক্ষামহল।

স্পেনের রাস্তায় শাড়ি ও চটিতেই চেনা ছন্দে জগিং মুখ্যমন্ত্রীর

সুর তুললেন অ্যাকোর্ডিয়নে

মাদ্রিদ, ১৪ সেপ্টেম্বর: বিদেশের মাটিতেও নিজের রাজ্যের কায়দায় শরীরচর্চা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু শরীরচর্চা করাই নয়, দিলেন ফিট ও সুস্থ থাকার বার্তাও!

শাড়ি, চটি পরে কলকাতা থেকে গোটা বাংলা দাপিয়ে বেড়ান। এবার বিদেশের মাটিতেও সেই একই চেনা ছন্দে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে। শাড়ি ও চটি পরেই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের রাস্তায় জগিং করলেন তিনি। তার ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা ভাইরাল।

ভাইরাল ইনস্টাগ্রাম পোস্টে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাদা শাড়ি, সাদা চটি ও হাতে স্মার্ট ঘড়ি পরে মাদ্রিদের রাস্তায় জগিং করছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী একা নন, তাঁর সফরসঙ্গীদেরও স্পেনের রাস্তায় জগিং করতে দেখা গিয়েছে। শরীরচর্চার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই ভিডিওটির শিরোনামে লিখেছেন, 'ফুরফুরে সকাল। জগিং আপনাকে আগামী দিনের জন্য উজ্জীবিত করতে পারে। ফিট থাকুন, সুস্থ থাকুন সবাই!'

মাদ্রিদের রাস্তায় কেবল জগিং করা নয়, বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, মাদ্রিদের একটি পার্কে পিয়ানোর মতো এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, অ্যাকোর্ডিয়ন বাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বাদ্যযন্ত্রে 'আমরা করব জয়' গানটির সুর তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ওই পার্কে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'সঙ্গীত চিরকালের জন্য; আপনার বেড়ে ওঠা থেকে পরিপক্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গীত থাকা উচিত।'

কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হয় মায়ের মহাআরতি।

বিহারে ৩৪ জন পড়ুয়াকে নিয়ে মাঝনদীতে উল্টে গেল নৌকো

মুজফ্ফরপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর: নৌকোয় চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল পড়ুয়ারা। মাঝনদীতে সেই নৌকো ডুবে ঘটল বিপত্তি। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে বিহারের মুজফ্ফরপুরে। সেখানকার গাইঘাট থানা এলাকার বাগমতী নদীতে ঘটেছে এই নৌকোডুবির ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে ওই নৌকোয় করে ৩৪ জন ছাত্র যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নৌকোডুবির খবর পেতেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজ শুরু করে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দলের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ২০ জন ছাত্রকে উদ্ধার করা গিয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরাও গিয়েছেন ঘটনাস্থলে। তবে এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেছে কি না তা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

বাগমতী নদীতে পার করে স্কুলে যাচ্ছিল ওই পড়ুয়ারা। পিপল ঘাট থেকে ভাটগামা মধুরপট্টি ঘাটে যাচ্ছিল নৌকোটি। সে সময়ই মাঝনদীতে উল্টে যায় নৌকো। তবে কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটল সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে এই ঘটনার পরই স্থানীয়দের ক্ষোভ সামনে এসেছে। নৌকোডুবির খবর পেয়ে ঘাটের ধারে ভিড় জমান প্রচুর স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরা জানিয়েছেন, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্রিজ তৈরির দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ তাঁদের। ঘটনাক্রমে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বৃহস্পতিবার রয়েছেন মুজফ্ফরপুর জেলাতেই।

১৫ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে আচার্যকে!

রাজভবনে আইনি নোটিস ১২ প্রাক্তন উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৫ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে। রাজ্যের ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এই মর্মে রাজভবনে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন। অভিযোগ, আচার্য তাঁদের সম্মানহানি করেছেন। আচার্যের বক্তব্যের কারণে সামাজিক এবং মানসিক হেনস্থা হয়েছে তাঁদের। ক্ষমা না চাইলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে প্রাক্তন উপাচার্যেরা মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানাও দাবি করা হবে।

গত জুলাই মাসে রাজ্যের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কথা ছিল। কিন্তু আচার্য বোস উপাচার্য হিসাবে মাত্র তিন জনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিলেন। বাকি ২৪ জন উপাচার্য পদ হারান। সেই সময় রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে সাপ্তাহিক যে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, এই ২৪ জনের কাছ থেকে তা পাননি। সেই কারণে তাঁদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল না। যদিও, ২০১৯ সালের নিয়ম অনুযায়ী, আচার্যের সঙ্গে উপাচার্যদের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব নয়। বিকাশ ভবন মারফত রাজভবনের সঙ্গে উপাচার্যদের যোগাযোগ করাই নিয়ম। সেই মতো, এই উপাচার্যেরা বিকাশ ভবনে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে তা রাজভবনে পৌঁছয়।

পরে একটি ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল অন্য কথা বলেন। তিনি উপাচার্যদের মেয়াদ বৃদ্ধি না করার তিনটি কারণ দেখান। তাঁর কথায়, 'আপনারা জানতে চাইবেন, কেন সরকারের মনোনীত ভিসিদের নিয়োগ করতে পারিনি। তাঁরা কেউ ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত, কেউ ক্যাম্পাসে রাজনীতির খেলা খেলেন, কেউ আবার ক্যাম্পাসে কোনও ছাত্রীকে হেনস্থা করেছেন। তাঁদের কী ভাবে মেয়াদ বৃদ্ধি করব?' রাজ্যপালের এই বক্তব্যেই আপত্তি তুলেছেন ১২ জন প্রাক্তন উপাচার্য। তাঁদের বক্তব্য, আচার্য চাইলে তাঁদের মেয়াদ বৃদ্ধি না-ই করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা প্রচার করতে পারেন না।

রাজভবনে যে ১২ জনের তরফে আলাদা আলাদা আইনি নোটিস পৌঁছেছে, আশুতোষ ঘোষ ছাড়াও তাঁদের মধ্যে আছেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইচন্দ্র সাহা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মানস সান্যাল, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্বাগতা সেন, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শান্তি ছেত্রী, সিধো কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দীপক কুমার কর এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র।

নোটিসে বলা হয়েছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকলের সামনে রাজ্যপালকে তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন প্রাক্তন উপাচার্যেরা। সেই সঙ্গে ৫০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের দাবিও করা হবে। ওমপ্রকাশ মিশ্র জানান, তাঁদের এই আইনি চিঠি রাজ্যপালের উদ্দেশে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের উদ্দেশে।

ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস বিশ্বকর্মা ও গণেশ পুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে নাছোড় বৃষ্টিতে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। এদিকে পুজোর বাদ্যি প্রায় বেজেই গেল বলা চলে। আগামী সোমবার বিশ্বকর্মাপুজো। এরপরই গণেশপুজো। আবহাওয়া অফিস বলছে, ভারী বৃষ্টি হবে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। মূলত নিম্নচাপের জেরেই এমন আবহাওয়ার রূপ বদল।

নিম্নচাপের অবস্থান এখন ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছাকাছি। জামশেদপুর হয়ে নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি বঙ্গোপসাগরের দিকে গিয়েছে। এর ফলে বেশি বৃষ্টি হবে ওডিশায়। বাংলায় নিম্নচাপের সরাসরি কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে বৃষ্টি থেকে এখনই মুক্তির সম্ভাবনা কম।

নিম্নচাপের কারণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ হাওয়া আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করছে। ফলে বৃহস্পতিবারে পর শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। টানা বৃষ্টির বদলে দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি কম থাকবে। তবে আবার ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে পর পর তিনদিন। ১৮ তারিখ বিশ্বকর্মা পুজো। সেদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ তারিখও জোরাল বৃষ্টি হতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ১৭ তারিখ কিছুটা বাড়লেও ১৮ তারিখ থেকে আবার কমে যাবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। উপকূলীয় জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে একটু বেশি বৃষ্টি হবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গে এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বরং হালকা বৃষ্টি হতে পারে বেশ কয়েকটি জায়গায়।

মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানের চাকা পিছলে আহত কয়েকজন যাত্রী

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির কারণে মুম্বই বিমানবন্দরে নামতে গিয়ে পিছলে গেল চার্টার্ড বিমানের চাকা। বিমানটিতে ছ'জন যাত্রী এবং দু'জন বিমানকর্মী ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে কয়েক জন আহত। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। বিমানটির মালিকানা রয়েছে দিলীপ বিল্ডকন নামের একটি সংস্থার। এই ঘটনার পর মুম্বই বিমানবন্দরে কিছুক্ষণের জন্য পরিষেবা স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে। বিমানটিকে সরিয়ে এলাকা পরিদর্শনের পর পরিষেবা আবার সচল হবে।

সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বিমানটি বিশাখাপত্তনম থেকে মুম্বইয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিমানবন্দরে নামার সময় সমস্যায় পড়েন পাইলট। কারণ বৃষ্টিতে সেখানে রাস্তা পিছল হয়ে গিয়েছিল। দৃশ্যমানতাও কমে এসেছিল। মাটি ছোঁয়ার পর বিকেল ঠিক ৫টা ২ মিনিটে বিমান দাঁড় করাতে গিয়ে আচমকা চাকা পিছলে যায়। ফলে বিমানটি উল্টো দিকে ঘুরে যায়। দমকল এবং বিমানবন্দরের উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং যাত্রীদের উদ্ধার করে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেল একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, বিশাখাপত্তনম থেকে মুম্বইগামী বিমানটি মুম্বই বিমানবন্দরের ২৭ নম্বর রানওয়েতে অবতরণের চেষ্টা করেছিল। তার চাকা ঘুরে যায়। সে সময় ভারী বৃষ্টি চলছিল। দৃশ্যমানতা কমে ৭০০ মিটারে নেমে এসেছিল।

লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের সকলের সম্পত্তির খতিয়ান চায় হাইকোর্ট

তালিকায় অভিষেক-সহ অন্যান্য ডিরেক্টররাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নয়া মোড়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তির খতিয়ান দেখতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে বিচারপতি অমৃতা সিন্হার নির্দেশ, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও অভিষেক-সহ সকল ডিরেক্টরের সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে হবে। সংস্থার সম্পত্তির খতিয়ানও ইডির কাছে চেয়েছে হাই কোর্ট। ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিতে হবে রিপোর্ট।

পাশাপাশি বিচারপতি সিন্হা জানান, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে যে সকল টলিউডের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর নাম উঠে এসেছে, তা নিয়ে ইডিকে রিপোর্ট দিতে হবে। জানাতে হবে ওই সব অভিনেতার নাম এবং তাঁদের সম্পত্তির বিবরণ। বৃহস্পতিবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে ইডির কাছে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার পাঁচটি বিষয় জানতে চায় হাইকোর্ট। সংস্থার সিইও অভিষেকের সম্পত্তির খতিয়ান চান বিচারপতি সিন্হা। পাশাপাশি, সংস্থার সকল ডিরেক্টরের সম্পত্তির পরিমাণও ইডিকে জানাতে বলেন বিচারপতি। ইডি সূত্রে খবর, সংস্থার ডিরেক্টরের তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেকের পরিবারের বেশ কয়েক জন। এই সংস্থাতেই আগে ডিরেক্টর ছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সিন্হা আরও জানান, সংস্থার সব সদস্যের সম্পত্তির বিবরণ দিতে হবে। সংস্থার সংগঠনের স্মারকলিপি জমা করতে হবে ইডিকে। সংস্থার নথিভুক্তকরণের (রেজিস্ট্রেশন) তারিখ জানাতে হবে।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন সুজয়কৃষ্ণ ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। এর পরেই ইডির আতশকাচে আসে তাঁর সংস্থা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস। সেই সংস্থার দপ্তরে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় ইডি। ইডির আধিকারিকদের সূত্রে খবর, তল্লাশির পর সংস্থার বেশ কিছু নথি তাঁদের হাতে এসেছে। সুজয়ের সংস্থা এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের লেনদেনের প্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন বলে দাবি।

ইডি চার্জশিটে দাবি করেছে, ২০২০-২১ সালের মধ্যে এই এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা লেনদেন হয়েছে। কবে কত টাকা লেনদেন, তা-ও চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি। এ বার সংস্থার বিষয়ে ইডির কাছে আরও তথ্য চাইল হাইকোর্ট। পাশাপাশি সংস্থার সিইও অভিষেকের সম্পত্তির খতিয়ানও চাইল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৪৩ নং এফিডেভিট বলে Krishnachandra Koley S/o. Gourmohan Koley ও Krishna Ch. Kole S/o. G. M. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৪৯ নং এফিডেভিট বলে Swagato Kumar Modak S/o. Samir Kumar Modak ও Swagato Modak S/o. S. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১২৮ নং এফিডেভিট বলে Abdul Samad Mallick S/o. Abdul Mujid Mallick ও Abdul Samad Mallik, Abdul Samed Mallick S/o. Lt. Abdul Mujid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৪৪ নং এফিডেভিট বলে Tarun Adhikari S/o. Amulya Dhan Adhikari ও Tarun Adhikary S/o. A. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Nath Das ও Lt. P. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Khokan Singh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Chandi Singh ও C. C. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি Mahua Das Ghosh তাং 28-8-23 তাং কালনা কোর্টের এফিডেভিটে Mahua Das Ghosh ও Mahua Ghosh W/O Tapas Ghosh D/O Madhusudan Das একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি বিলকিস বানু বিবি, স্বামী- রিঙ্কু বিশ্বাস, গ্রাম - নওদাপাড়া, পোঃ- কালীগঞ্জ, থানা - জলঙ্গি, জেলা :- মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। ভুলবশত আমার কন্যা সাইরিন বানু এর জন্ম সার্টিফিকেট এবং আধার কার্ড এ পিতার প্রকৃত নাম রিঙ্কু বিশ্বাস এর পরিবর্তে সাহেব বিশ্বাস হয়ে যাওয়ায় গত ইং 13.09.2023 তারিখে ডোমকল SDEM কোর্টে 3736 নম্বর এফিডেভিট বলে আমার কন্যা সাইরিন বানু পিতা- সাহেব বিশ্বাস এবং সাইরিন বানু পিতা-রিঙ্কু বিশ্বাস একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, PRAHALAD SINGH S/O Late Nawal Kishore Singh resident of F/14, Sundia Housing Estate, P.O. + P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 14.08.2023 that my actual and correct name is PRAHALAD SINGH i.e. recorded in my Aadhar and PAN Cards but in my school certificates issued by WBBSE and WBBHSE, my name is recorded as PRAHLAD KUMAR SINGH and in certificates issued by the University of Calcutta, my name is recorded as PRAHALAD KUMAR SINGH. PRAHALAD SINGH, PRAHLAD KUMAR SINGH and PRAHALAD KUMAR are the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Judge, Paschim Medinipur.
Ref-J.Misc Case No. 117/2022

শ্রীমত্যা বরুন রানী দাস
...দরখাস্তকারী
-বনাম-
সর্ব সাধারন গ্রামবাসীবৃন্দ, তোড়াপাড়া গ্রাম ...প্রতিপক্ষকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা বরুনরানী দাস, স্বামী-পিন্টুকৃষ্ণ দাস, সার্কিন-তোড়াপাড়া, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহা দরখাস্তকারীনির নাবালক পুত্র শ্রী পিটার দাসের সম্পত্তি হইতেছি। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনায় মহামান্য ডিঃ জজ পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে J. Misc No. 117/2022 মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ইং -২০-১১-২০২৩ তারিখে মহামান্য আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপর,থানা-কোতয়ালী, মৌজা-বাহারবাড়ুয়া, জে.এল নং- ১৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৫৫, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং- ৩২৫, শ্রেনী- ধানী সোয়েম, মোট পরিমান-৪৭ ডেসিমলের মধ্যে ২১ ডেসিমল এর মধ্যে ৫.২৫ ডেসিমল।

আদেশানুসারে
Bibhas Mondal.
Sheristadar
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৫ সেপ্টেম্বর । ২৮ শে ভাদ্র। শুক্রবার। অমাবস্যা, সকাল ৬/৩১ পরে প্রতিপদ তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরি মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরি শুক্র র মহা দশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ দিনটির গ্রহ-সংস্থান খুব ভালো নয়। পরিবার স্বজনের মধ্যে বিবাদ। বিতর্ক সামান্য ছোট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তর্ক বিবাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল তা আজ বাধা পড়বে। ঋণ বিষয়ে ব্যাংকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। আজ সতর্ক থাকা ভালো ফোন কল দ্বারা বিবাদের সৃষ্টি গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যানে মগ্ন থাকুন। বাধা কাটে

বৃষ রাশি : আজ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় ব্যবসায় লাভ প্রাপ্তি। যারা কর্মের আবেদন করছেন কর্মপ্রার্থী তাদের শুভ যোগাযোগের দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন বিবাহে বাধা কেটে যাবে। আজ এক পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। কর্মে প্রশান্তি ।উর্ধ্বতন কর্মচারী আপনার ওপর যে কালো নজর দিচ্ছিলেন, আজ তা শুভত্ব পরিণত হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা উচ্চবিদ্যার গবেষণা কাজে রত, তাদের শুভ সুযোগ আসছে। বেসরকারি কর্মে যারা আছেন তাদের নতুন কোন কর্মের নতুন পথের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে

কর্কট রাশি : আজ একজন অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করার পর, কোন বিশেষ বিষয়ের লগ্নী করতে পারেন। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। নতুন বাড়ি ফ্ল্যাট বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের আজ নতুন পথ দেখা যাবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। স্বজন পরিজন নিয়ে ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ১০৮ বিল্বপত্র দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে এবং তিনটি প্রদীপ প্রদলনে সুখ প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আজকের গ্রহ সংস্থান অনুযায়ী যদি ধৈর্য সহ চলেন, তবে শুভ যোগাযোগ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য, বন্ধু বান্ধবের কাছে স্বজনের কাছে আপনি অপমানিত হতে পারেন। বান্ধব স্বজন আপনাকে এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশী আপনাকে এড়িয়ে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য কলহ বিবাদ বিতর্কের কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বার প্রদান করুন তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখবৃদ্ধি।

কন্যা রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি বৃদ্ধি হবে। অর্থ প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা যানবাহনের ব্যবসায়ী, যারা আইন ব্যবসায়ী, যারা পরামর্শদাতা তাদের আজ অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ছোট ভ্রমণের পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশ্বাস করে এগিয়ে চলুন পরিবারের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : একটি দৈব যোগ, ঐশ্বরিক যোগ, আজ আপনার সাথে থাকবে। যারা বড় ব্যবসা করেন-- তাদের নতুন কোন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থপ্রাপ্তির দিন, সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন ।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা বিষয় এগোতে পারেন ।পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা লাভ বান্ধব দ্বারা শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : বেতনভুক কর্মচারী যারা, বেসরকারি বেতনভুক কর্মচারী তাদেরও সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কাজটা এতদিন করতে পারছিলেন না, আজ তা হয়ে পড়বে। বান্ধব পরিজন স্বজনের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দাম্পত্য শান্তি প্রেমিক যুগলের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যানে লাভ প্রাপ্তি

ধনু রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান বলছে গৃহ বিবাদ। দাম্পত্য অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে শান্তি নষ্ট। রয়েছে বান্ধব দ্বারা শত্রুতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বাধা প্রাপ্ত দিন। যারা জমি বাস্ত ভূমির কাজ করেন তাদের আজ বড় চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রহ সংস্থানে আটকে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ধৈর্য রাখুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার দিন। আজ কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সাফল্যে পরিণত হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। পরিবারের স্বজন আমন্ত্রিত মানুষ হয়ে সম্মান জানাবে আপনাকে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ গৃহবধূদের জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালো ব্রহ্মা-বিষ্ণু মাহেশ উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনায় শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিক অভিনেতা সম্মান প্রাপ্তির দিন। আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। আপনার বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধির চাতুর্যে শত্রু পরাজিত হবে। বন্ধু বেশি শত্রুকে আজ চিনতে পারবেন। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজনন করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনা করুন শুভ হবে। যারা বাণিজ্য করেন তাদের নতুন কোন চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন।

মীন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তানের কে নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা। চিন্তা থাকবে ছলনাময়ী বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধৈর্য রাখতে হবে ।পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা আজ পাওয়া যাবে না। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা প্রেমিক যুগলের দুশ্চিন্তা গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের বুথ ভিত্তিক ভোটকর্মীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে রাজ্য সরকার আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যে বুথ ভিত্তিক ভোটকর্মীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সব জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ভোটকর্মীদের তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। কর্মীদের শ্রেণি বিন্যাসের কাজটি জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। কারা প্রিসাইডিং অফিসার, কারা পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পাবেন তাও চূড়ান্ত করতে বলে দেওয়া হয়েছে।

ভোটকর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে একটি বিশেষ পোর্টাল খোলা হয়েছে। যেসব ভোটকর্মীর তালিকা বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলির কাছে আছে, তা ওই পোর্টালে নথিভুক্ত করার জন্য আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পাঠানো চিঠিটিতে বলা হয়েছে, এবার পোর্টালে গিয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের ভোটকর্মীদের তথ্য আপডেট করতে হবে। এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভোটকর্মীদের অফিসগুলির তালিকা তৈরি করে তা পোর্টালে নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। মহকুমা, ব্লক ও পুরসভা ভিত্তিক অফিসের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের। অফিস নথিভুক্তকরণ ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে করে ফেলতে হবে। যেহেতু বিপুল সংখ্যক ভোটকর্মীর প্রয়োজন হবে, তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি দপ্তর ও সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক প্রভৃতিকে তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের ৩৬ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ৩৬ হাজার শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।প্রতিটি জেলায় কর্মী ও সহায়িকা পদে ওই সংখ্যক নিয়োগ হবে বলে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দ্রুততর সঙ্গে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারণ, রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শূন্যপদ পূরণ করতে চায়। তবে অঙ্গনওয়াড়ির কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মে কেন্দ্র কিছু বদল এনেছে। সেই বদলগুলি জনবিরোধী বলে তাঁর দাবি। তাই রাজ্যের তরফে আগের নিয়মই বলবৎ রাখার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও জবাব মেলেনি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, আইনি জটিলতার কারণে পাঁচ জেলায় সিলেকশন কমিটি ছিল না। বর্তমানে সে কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৮১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে কর্মী ও সহায়িকা থাকেন। সেই হিসেবে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার কর্মী ও ২১ হাজার সহায়িকার পদ শূন্য রয়েছে। এই শূন্যপদগুলি ধাপে ধাপে পূরণ করার লক্ষ্যে এগোনো হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া অবৈধ, খোঁচা সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিদেন, হাওড়া: বর্তমান রাজ্য সরকারের উপাচার্য নিয়োগকে অবৈধ বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার হাওড়ার সন্ধ্যা বাজার এলাকাতে সাংগঠনিক জনসভাতে এসে রাজ্যের অধ্যক্ষ নিয়োগকে অবৈধ বলে অভিযোগ করেন তিনি। সুকান্ত বলেন, 'অধ্যাপকরা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কিনা সেটা আইনি বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবে। এই বিষয়টি আমার জানা নেই, যদিও কী বিষয়ে মামলা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই। থাকলে সঠিক উত্তর দিতে পারতাম। তবে আমি জানি কোনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনও প্রিন্সিপাল হতে পারেন না। কারণ উপাচার্য হওয়ার প্রথম শর্ত কলেজ প্রফেসর পদে তাকে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রাখতে হবে। প্রফেসর ও প্রিন্সিপাল পদ এদের এজিপি (অডিসন্যাল গ্রেড পে) সমান, যদিও দু'টি সমগোত্রের পদ নয়। আপনি একটিও পাবলিকেশন না করে প্রিন্সিপাল হতে পারেন কিন্তু প্রফেসর হতে গেলে আপনাকে একাধিক পাবলিকেশন করতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রী এটা বোঝেন না তাই করে দিয়েছেন।'

এছাড়াও সুকান্ত আরও অভিযোগ করে বলেন, 'ওম প্রকাশ মিশ্র সহ অনেকের বিরুদ্ধেই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আছে। সেখানে রাজ্যপাল তদন্ত কমিটি করেছিলেন। সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট স্পষ্ট বলছে ওম প্রকাশ মিশ্রর নেতৃত্বে হওয়া অর্থনৈতিক কাজে গন্ডগোল আছে।

উল্লেখ্য রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিরোধ চরমে উঠেছে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি এই ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দল ঘনিষ্ট উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠক কড়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। তারা রাজভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচিও করেন ।যদিও এই বিষয়ে নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ থেকে এক চুল না সরে এর শেষ দেখে ছাড়বেন বলেই মন্তব্য করেন বর্তমান রাজ্যপাল বোস।

দুর্গাপুরে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পালিত হিন্দি দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুরের ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান জোনাল অফিসের উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পালিত হল হিন্দি দিবস। এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার প্রভাত কুমার সিন্হা। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বও করেন তিনিই। হিন্দি প্রচার এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। হিন্দি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশ নেন ব্যাংকের অন্যান্য কর্মী থেকে আধিকারিকেরাও।

রাজ্যের সব জেলায় পরিবেশবান্ধব বাজি বাজার তৈরির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আসন্ন উৎসবের মরশুমের আগে কলকাতার ধাঁচে রাজ্যের সব জেলায় পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি বাজার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এব্যাপারে রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে কোন এলাকার কোন মাঠে বাজি বাজার হবে, কতগুলি স্টল দেওয়া যেতে পারে, বাজারগুলি কতদিন চলবে তার বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি স্টলগুলি কিভাবে তৈরি করতে হবে জেলা প্রশাসনের কাছে সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই বাজারগুলিতে যারা স্টল দেবে তাদের অস্থায়ী লাইসেন্স নিতে হবে। জেলাশাসকদের সেই লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বাজি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য রাজ্য সরকার 'ক্লাস্টার' তৈরি করার কথা বলেছে। 'ক্লাস্টার' তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিতকরণের কথাও বলা হয়েছে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের। ইতিমধ্যেই সেই জমিও একাধিক জেলায় চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে বলেও জানা যায়। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটার পর ফের জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসেছিল নবান্নের শীর্ষ মহল। পুলিশকেও বেআইনি বাজি ধরার জন্য অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিগত কিছু সময়ে রাজ্যে একের পর এক জায়গায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা সামনে এসেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল থেকে শুরু করে উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জ বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। তাই এবার জেলায় জেলায় 'আইনি বাজি বাজার' করার এই উদ্যোগ নবান্নের।

'আমার মাটি, আমার দেশ' কর্মসূচিতে বেলুড় মঠে এসে আপ্লুত মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রীর ডাকে 'আমার মাটি, আমার দেশ' কর্মসূচিতে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার হাওড়ায় বেলুড় মঠে আসেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বেলুড় মঠের আবাসিক সন্ন্যাসী মহারাজদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও মঠের মূল মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দির দর্শন করেন।

বেলুড় মঠে এসে স্মৃতি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আমার মাটি, আমার দেশ কর্মসূচিকে দেশের সাধারণ মানুষ অভূতপূর্বভাবে স্বীকার ও সম্মান দিয়েছে। আমি আজকে বেলুড় মঠের পুন্যভূমিতে এসেছি। এখানকার সন্ন্যাসীরা আমাকে বেলুড় মঠের মাটি সহ তাঁদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। স্বাধীনতার অমৃবেলুড় মঠে তআমার মাটি, আমার দেশদ কর্মসূচিতে এসে আবেগে আপ্লুত হলেন স্মৃতি ইরানি।

'হেনস্থা'র প্রতিবাদ নৈহাটিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুরঞ্জ :তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি-সিবিআই দিয়ে বারবার হেনস্থা করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিকেলে নৈহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নৈহাটিতে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। সেখানে ছিলেন নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সনৎ দে। অন্য দিকে একই ইস্যুতে ব্যারাকপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে ধিক্কার মিছিল করা হয়। মিছিলে হাজির ছিলেন রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক জয়দীপ দাস, ব্যারাকপুর শহর তৃণমূল যুব সভাপতি রাজা পাসোয়ান, ব্যারাকপুরের উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিড-ডে মিলের রাঁধুনি নিয়ে অশান্তি, প্রধান শিক্ষককে 'হেনস্থা'র অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শ্যামপুর এলাকার স্কুলে শিক্ষককে মারধরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হাওড়া বড়গাছিয়া এলাকার নারায়ণ সিট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষককে হেনস্থা এবং তার বিরুদ্ধে চাল চুরির অপবাদ দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও বড়গাছিয়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সানি মল্লিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধেদুর্নীতির অভিযোগ তুলে এলাকার কিছু মানুষকে খেপিয়ে তোলে। ওই স্কুলেই মিড ডে মিল রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিলেন শমিতা শীল। ওই মহিলা বেশ কয়েক দিন ধরে অসুস্থ থাকায় অন্য একজনকে ব্লক আধিকারিকের অফিস থেকে নিয়োগ করা হয়। মিড ডে মিল পোর্টাল অনুযায়ী কোথাও ৩০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী থাকলে সেই স্কুলে পাঁচ জন রাঁধুনির প্রয়োজন হয়। যদিও ওই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ২৮১ জন হলেও সেখানে পাঁচ জন রাঁধুনি রাখা হয়েছিল । ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে রাঁধুনির সংখ্যা বেশি জানিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানালে সেখান থেকে একজন মহিলাকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর ওই তৃণমূল নেতা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। ঘটনায় ওই এলাকার একাধিক তৃণমূলের নেতৃত্ব সহ কর্মী জড়িত বলেই অভিযোগ। তাদের উপস্থিতিতেই প্রধান শিক্ষকের উপরে হামলার ঘটনা ঘটে বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবারের ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুকূল প্রামানিক বলেন, ' মিড ডে মিলের নিয়ম অনুযায়ী ৩০০ জন ছাত্র স্কুলে থাকলে ৫ জন রাঁধুনি রাখা যায়। যদিও গরমের ছুটির পর আমার স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ২৯২ জন হওয়াতে আমি মিড ডে মিল কমিটিতে বিষয়টি জানালে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শমিতা শীলকে বসিয়ে দেওয়ার। ওই মহিলা মে মাস পর্যন্ত তিন হাজার টাকা মাইনে ঢুকেছিলেন। বাকি চার জন রাঁধুনি নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের মোট বেতন একত্রে পাঁচ ভাগ করে তাঁকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো তাঁকে দিতে গেলে তিনি অস্বীকার করেন নিতে। তাঁর দাবি ব্যাংকের একাউন্টে টাকা দিতে হবে , যেটা সম্ভব নয়। এরপর রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এসে আমাকে গালিগালাজ ও হেনস্থা করে। আমি তাদের ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলতে বললেও তারা আমার বক্তব্য কানে তুলতেই রাজি নন।'

যদিও বিষয়টিকে অস্বীকার করে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী সানি মল্লিক দাবি করেন, ' আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন তিনশো জনের কম ছাত্র হলে ৫ জন রাঁধুনি রাখা যাবে না। যদিও কাউকে বসাতে হলে নতুন কাউকে বসিয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম না মেনে ১৫ বছর ধরে কর্মরতা ওই মহিলাকে কেন বসানো হল এটা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি। ওই মহিলাকে শারীরিকভাবে কাজ করতে অক্ষম বলার অধিকার চিকিৎসকের রয়েছে, প্রধান শিক্ষকের নেই। আমরা এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানাবো।' যদিও স্কুলের মধ্যে এই ঘটনাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৮ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

যাদবপুরের ক্যাম্পাসের প্রতি গেটে সিসিটিভি, বসছে ২৯টি ক্যামেরা

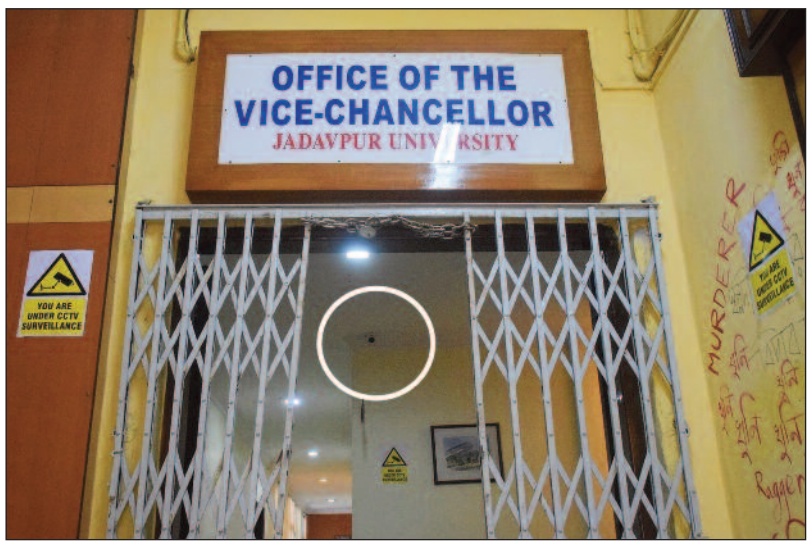

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি ইনস্টলেশনের জন্য ইতিমধ্যেই টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এবার কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসানো হবে তার বিস্তারিত তথ্য সামনে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে। সূত্রের খবর, ২৯টি ক্যামেরা বসছে। এখনও পর্যন্ত ক্যামেরা ইনস্টলেশনের যে লোকেশন পাওয়া গিয়েছে তাতে মেন ক্যাম্পাসের গেট নম্বর ১-এ বসছে ২টি ক্যামেরা বুলেট। গেট নম্বর ২-এ বসছে আরও ২টি ক্যামেরা বুলেট। গেট নম্বর ৩-এ বলছে ১টি এএনপিআর ক্যামেরা ও ২টি ক্যামেরা বুলেট। গেট নমব্র ৪-এ নজরদারি চালানো হবে ১টি এএনপিআর ক্যামেরা ও ২টি ক্যামেরা বুলেটের মাধ্যমে। গেট নম্বর ৫-এ বসছে ২টি ক্যামেরা বুলেট।

অন্য দিকে, ছেলেদের হস্টেলের গেটে বসছে ১টি এএনপিআর ক্যামেরা ও ২টি ক্যামেরা বুলেট। পাশাপাশি মেয়েদের হস্টেলের গেটে বসছে ৩টি ক্যামেরা বুলেট। অন্যদিকে সল্টলেক ক্যাম্পাসে মেইন গেটেও থাকছে ১টি এএনপিআর ক্যামেরা ও ২টি ক্যামেরা বুলেট। একইভাবে ক্যাব গেটেও বসছে ১টি এএনপিআর ক্যামেরা ও ২টি ক্যামেরা বুলেট। আর ছেলেদের হস্টেলের গেটে বসছে ৩টি ডোম ক্যামেরা।

প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে অর্থ বরাদ্দ করার খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। যাদবপুরের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে রাজ্যের তরফে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েও দেওয়া হয়। মোট ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৮৪ টাকা বরাদ্দ করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। ওই চিঠিতে এও বলা হয় যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন ক্যাম্পাস গেট, হোস্টেল গেট ও সল্টলেক ক্যাম্পাস গেটে সিসিটিভি নজরদারির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানোর দায়িত্বে রয়েছে ওয়েবেল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর পর সিসিটিভি না থাকায় বিভিন্নমহল থেকেই উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এরপরেই সিসিটিভি বাসতে সক্রিয় হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও। ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাসে ঘুরেও যায় ইউজিসির প্রতিনিধি দল। যদিও সিসিটিভি বসানোর দাবি মানতে রাজি নন পড়ুয়াদের একাংশ। তবে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ অবশ্য দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই সিসিটিভি বসানোর পক্ষে মত দেন।

নয়া অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হল নয়া অ্যান্টি রেগিং কমিটি। উপাচার্য, সহ উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ডিন অফ স্টুডেন্টসসহ মোট ৩৩ জন সদস্য থাকছেন কমিটিতে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেক সদস্য ই- মেইল আইডি ও ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। র‍্যাগিং ঠেকাতে ও নজরদারি করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলগুলিতে ওই কমিটি সক্রিয় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তৈরি নয়া অ্যান্টি র‍্যাগিং হেল্পলাইন নম্বর, ইউজিসির হেল্পলাইন নম্বর ও অনলাইনে ইউজিসিতে অভিযোগের দায়েরের ওয়েবসাইটের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে। রাজ্যের ওই হেল্পলাইন নম্বর হল - ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮

বিচারকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খোদ বিচারকের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে বিচারকের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে নিজের চেম্বারে ডেকে কেন কথা বললেন বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও রাখা হয়, কেন সেই বয়ানের ভিত্তিতে নির্দেশ দেওয়া হল?

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গত একবছরে পরপর অনেকগুলো নাম উঠে এসেছে। সামনে এসেছে নিত্য-নতুন অভিযোগ। একগুচ্ছ মামলা চলছে হাইকোর্ট ও বিশেষ আদালতগুলিতে। এর মধ্যে কুন্তল

ঘোষের দেওয়া একটি চিঠি কার্যত মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলার। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করছে। সেই মামলায় আর তদন্তের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছিল হাইকোর্ট। এরপরও বিশেষ আদালত পুলিশকে কেন তদন্তের নির্দেশ দিল, সেই প্রশ্নই তুলেছে সিবিআই।

আর এই প্রসঙ্গেই বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, বিশেষ আদালতের বিচারক কুন্তল ঘোষকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় তিনি তাঁর অভিযোগের কথা বলতে চান, আইনজীবীদের চেম্বারে নাকি। কুন্তলের ইচ্ছা অনুযায়ী, বিচারক তাঁকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। আর এরই সূত্র ধরে সিবিআই-এর প্রশ্ন, 'এভাবে জেলে থাকা একজন অভিযুক্তকে কীভাবে ডাকা যায়? যেখানে ক্যামেরা নেই?' কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, সিট-এর মাথায় থাকা ওই অফিসারের নাম জোর করে বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিচারক।

এরপরই বিচারক কুন্তলের অভিযোগের বিষয়ে সিবিআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ও কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারকে নির্দেশ দেন তদন্ত করার। এই প্রসঙ্গেই সিবিআই এদিন সওয়াল করতে গিয়ে বলে, 'সংবিধানের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন ওই বিচারক। কোথা থেকে এই অধিকার পাচ্ছেন তিনি? মনে হচ্ছে এটা কোনও সুপার কোর্ট।' এক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার অকৃতকার্যতা এবং হাইকোর্টকে অসম্মান করাই বোঝায় বলে দাবি সিবিআই-এর। বিশেষ আদালতের নির্দেশ আপাতত কার্যকর না করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

বৃষ্টিতে হেদুয়ায় ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্নচাপের জেরে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতেই হেদুয়ায় আচমকা ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। তবে সেসময় সেখান দিয়ে কোনও লোক যাতায়াত না করায় কোনও বড় বিপদ ঘটেনি। তবে সশব্দে বাড়ির অংশ আচমকা ভেঙে পড়ায় উদ্বেগ ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে।

এদিকে এই খবর পাওয়ার পর পুরসভার তরফে বাকি বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলা হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, বাড়িটি অনেক দিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। শরিকি বিবাদ চলায় এই বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়নি। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ একটি অংশ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। এদিকে প্রশ্ন উঠছে, বিপজ্জনক বাড়ি আগে থেকেই কেন ভাঙা হল না? এই বিষয়ে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, বাড়িটিতে শরিকি বিবাদ থাকায় কিছু করা যায়নি।

বাগুইআটিতে নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে উদ্ধার শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আটকে গিয়েছিল নর্দমার জল। নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে উদ্ধার হল শিশুর দেহ। ঘটনাটি বিধাননগর পুর নিগমের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন পল্লি এলাকার।

বাগুইআটি এলাকায় বসবাসকারী এক বৃদ্ধার বাড়ির জল আটকে গিয়েছিল। নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে নজরে আসে এক শিশুর হাত। দ্রুত এলাকাবাসীকে দেওয়ার পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় স্থানীয় ক্লাবে। পরে পুলিশ এসে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে হাসপাতালে পাঠায়।

বাগুইআটি থানা সূত্রে খবর, দু'টি বাড়ির মাঝখানের নালা থেকে উদ্ধার হয় সদ্যোজাত শিশু কন্যার দেহ। ওই চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার কাউন্সিলর ইন্দ্রনাথ বাগুই জানান, 'আমরা সকাল সাতটা নাগাদ খবর পেয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাই। খবর পেয়ে বাগুইআটি থানা আসে। তারা উদ্ধার করে নিয়ে যায় সদ্যোজাতকে।'

গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় পুতুল তৈরির কর্মশালার উদ্বোধনে রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ছবি: অদিতি সাহা

দমকলের ২৫ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য দমকল বিভাগে ফায়ার অপারেটর নিয়োগ নিয়ে বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বীরভূম জেলায় অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগ হওয়া ২৫ জনের চাকরি বাতিল করল আদালত। অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর নিয়োগের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলল আদালত। এই মামলার রায়দানের পর নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের বক্তব্য 'দমকলের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগ হয়, সেখানে এমন অস্থায়ী নিয়োগ যথাযথ নয়। পাশাপাশি এটা স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।'

এর আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক তাৎপূর্য রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত বেনিয়ম করে চাকরি পাওয়া অনেক অযোগ্য প্রার্থীর চাকরি বাতিল হয়। আদালতের নির্দেশে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নামে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, বীরভূমে অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে বেআইনিভাবে ২৫ জনকে নিয়োগের অভিযোগে মামলা হয়। বৃহস্পতিবার আদালতে সেই মামলার শুনানি ছিল। এরপরই এদিন শুনানির পর তাঁদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০১৭ সালে অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত রাজ্য নিয়েছিল, আদালতের এই নির্দেশের ফলে সবার চাকরির ভবিষ্যতই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল বলে মনে করছে আইনজীবী মহলের একাংশ।

বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার পর বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ একটি বিষয় সরকারি

আইনজীবীকে স্পষ্ট করে দেন। আদালত জানিয়েছে, এই নির্দেশ বীরভূমের মামলায় ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট আরও জানিয়েছে, অন্য কোনও জেলায় যদি এমন পদে নিয়োগ হয়ে থাকে তবে সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি রাজ্যের অন্যতম জ্বলন্ত ইস্যু। ইতিমধ্যেই আদালতের রায়ে অনেক অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর চাকরি বাতিল হয়েছে। এদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে একাধিক শাসকদলের নেতা-সাংসদ এই মুহূর্তে জেলে বন্দি। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে বুধবার সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বুধবার অভিষেকে প্রায় নয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। ম্যারাথন জেরা শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে বিজেপি সরকার ও তার প্রতিহিংসামূলক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, তিনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর বিরুদ্ধে ইডির কাছে কোনও প্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন অভিষেক।

পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে ৮৭ শিক্ষক বদলি ! জবাব চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগ থেকে শুরু করে 'পোস্টিং দুর্নীতি'। নিত্য নতুন তথ্য তুলে ধরে মামলা হয়েছে আদালতে। এবার সামনে এল আরও এক বিস্ফোরক তথ্য। 'পাড়ায় সমাধান'-এর মাধ্যমে বদলি করা হয়েছে শিক্ষক। একজন নয়, অন্তত ৮৭ জনকে এভাবে বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নিয়ম মেনে উৎসশ্রী পোর্টালে আবেদন করেও কোনও বদলি হয়নি বলে অভিযোগ উলুবেড়িয়ার এক শিক্ষিকার। পূজা মণ্ডল নামে ওই শিক্ষিকার দাবি, ৮৭ জন শিক্ষকের বদলি হয়েছে 'পাড়ায় সমাধান' ক্যাম্পের মাধ্যমে।

হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বুধবার রাজ্যকে এই অভিযোগের জবাব চেয়ে হলফনামা পেশ করতে বলেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন যে এই পাড়ায় সমাধান কী বা এর সদস্যই বা কারা। এরপর বৃহস্পতিবার রাজ্য হলফনামা পেশ করে আদালতে। রাজ্যের দাবি, পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে বদলি হওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা ভুল। আরটিআই-তে লেখা থাকলেও অন্য প্রমাণ নেই বলে দাবি রাজ্যের। সেই সঙ্গে রাজ্যের তরফ থেকে এও জানানো হয়,'পাড়ায় সমাধান' হল 'দুয়ারে সরকারে'র একটি প্রকল্প। যেখানে বাড়ির সামনে গিয়ে সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়।

তবে রাজ্যের তরফে এই উত্তরে সন্তুষ্ট নয় আদালত। ক্ষুব্ধ বিচারপতি জানান, 'এই মামলায় সঠিক যুক্তি না পেলে বৃহত্তর সিদ্ধান্ত নিতে পারি। ফের রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করা হয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।'

এরই প্রেক্ষিতে এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এও জানান, 'উৎসশ্রী প্রকল্পের ক্ষমতা আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপরও কীভাবে এই প্রকল্পে কাজ করছে কমিশন?' বিচারপতি জানতে চান, পাড়ায় সমাধান কি কোনও সালিশি সভা? এটার কি কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়? বিচারপতি বসুর প্রশ্ন, 'বাড়ির পরিচারিকা না এলে তারও সমাধান হয় এই 'পাড়ায় সমাধানে'? এরপর তো 'পাড়ায় সমাধানের' মাধ্যমে ডিভোর্সও করিয়ে দেবে। বলা হবে আদালতের কোনও দরকারই নেই।' এই প্রসঙ্গেই মানুষের সমস্যা শুনে নির্দিষ্ট দফতরে তা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করতে শোনা যায় বিচারপতিকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এরকমভাবে পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে সবকিছু করে দেওয়া বেআইনি। বদলির বিষয়ে কমিশন ও শিক্ষা দপ্তরের নিজ নিজ দায়িত্ব আছে। এরা এককভাবে কেউ কাজ করতে পারেন না।'

পুজো দিয়ে অসুর শক্তির বিনাশের প্রার্থনা সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার সুকান্তপল্লিতে রক্ষাকালী মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন সন্ধেয় মায়ের কাছে পুজো দিয়ে সমাজের অসুর শক্তি নাশের প্রার্থনা করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, কিছু অসাধু শক্তির দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সমাজের উন্নয়নে শক্তিদেবী নিশ্চয়ই এদের দমন করবেন। সাংসদ ছাড়াও এদিন সেখানে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সত্যেন রায়, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, গৌতম সরকার। এদিন বেলায় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে মাধ্যমগ্রামের আশিয়ানা হ্যাপি হোমের ৬০ জন কঁচিকাঁচার হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি হোমের বাচ্চাদের মন্দির প্রাঙ্গনে মধ্যাহ্ন ভোজনও করানো হয়। শিক্ষাসামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বাগবাজার মায়ের বাড়ি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ স্বামী ধর্মারূপানন্দ মহারাজ, কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, মন্দির কমিটির সদস্য কেদার চক্রবর্তী, বনানী চক্রবর্তী, তরুণ দাস, নবীন সাহা, চন্দন কৈরী প্রমুখ।

ময়নাতদন্তের আগে দেহ কর্মশালায় ব্যবহারের অভিযোগে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের আগে কর্মশালায় ব্যবহারের অভিযোগের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। তলব করা হয়েছে তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকেও। একইসঙ্গে তলব করা হয়েছে ইএনটি চিকিৎসক দেবব্রত দাস, ফরেন্সিক মেডিসিনের চিকিৎসক সৌম্যব্রত পাঁজাকেও। বৃহস্পতিবার দুপুরে পূর্ত ভবনে কমিশনের কার্যালয়ে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতেই আরজি কর হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে ময়নাতদন্তের জন্য নির্ধারিত দেহ কাটাছেঁড়া করে ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকদের দেখানো হয় কীভাবে। আর কীভাবেই বা হয় এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি। প্রসঙ্গত, ইএনটির কর্মশালায় ফরেন্সিকের জন্য রাখা পাঁচ দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। বিতর্কিত পদক্ষেপে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় অধ্যক্ষকে। আরজিকর সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের জন্য নির্ধারিত পাঁচ দেহ যে চিকিৎসকদের কর্মশালায় ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের অনুমতিই নেওয়া হয়নি। মৃতদের পরিজনদেরও সম্মতিও নেওয়া হয়নি। চিকিৎসকদের দাবি, অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নির্দেশেই ফরেন্সিক বিভাগ থেকে দেহগুলো গত ৫ জানুয়ারি কর্মশালার জন্য ইএনটি বিভাগে পাঠানোর ঘটনায় বিতর্ক দানা বাঁধে। অভিযোগ ওঠে, ময়নাতদন্তের দেহে কর্মশালার আয়োজন আইন বিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। কিন্তু পরিবারের সম্মতি না নিয়েই সেই দেহে কর্মশালায় সার্জারি কেন তা নিয়েও। কারণ অনেকক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলায় পুলিশ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ওপর ভরসা করে থাকে। এক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের আগেই দেহ কাটাছেঁড়া হলে তদন্তের গতিপ্রকৃতি ব্যাহত হতে পারে। কার নির্দেশে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন পদক্ষেপ, তাতেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় অধ্যক্ষকে।

সম্পাদকীয়

এই হিসাব নেওয়ার সত্যিই প্রয়োজন আছে

প্রতি বছর ঠিক সময়ে রাজ্য সরকারি অফিসারদের সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার নির্দেশিকা গত বছর জারি করেছে নবান্ন। এই নির্দেশিকা সময়োপযোগী ছিল। এতে অফিসারদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হবে। বাম আমলে এ বিষয়ে সরকার কড়া মনোভাব দেখাত। তৃণমূল সরকার প্রথম দিকে এই নিয়ম মানলেও, পরবর্তী সময়ে নরম মনোভাবের ফলে আর সে ভাবে আমলারা সম্পত্তির হিসাব দিচ্ছিলেন না বলে প্রকাশ। অন্যদিকে, সম্পত্তির হিসাব চাওয়ায় আমলারা অনেকেই অন্য এক সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের বেশ কয়েক জন আইপিএস-এর নাম উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডির তালিকায়। এ ছাড়াও ইডি, এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে বেশ কয়েক জন আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাতে বহু তথ্য মিলেছে বলেও জানা গিয়েছে। তাই তৎপরতার সঙ্গে ইডি বেশ কয়েক জন আমলাকে ধরে মূল চক্রান্তকারীর সকলকেই ধরার চেষ্টা করছে। ইডি ও সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এসএসসি-সহ অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতিতে সঠিক তদন্ত করে জনসাধারণের মনে নিজেদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছে। আর সেই দিকে তাকিয়েই সম্ভবত নবান্ন থেকে অফিসারদের নিয়মিত সম্পত্তির হিসাব দাখিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। অবশ্য, সম্পত্তির হিসাব শুধু অফিসারদেরই নয়, জনগণ চাইছেন; গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি থেকে প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সভাপতি, পদে থাকা বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষের প্রতিও এই নির্দেশিকা জারি হোক। শুধু পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি নয়, জেলা পরিষদের সদস্য, জেলা পরিষদের সভাপতি, সহ সভাধিপতি ও বিভিন্ন পদাধিকারী কর্মাধ্যক্ষ এবং পুরসভার কাউন্সিলর থেকে মেয়র, এমনকি বিধায়ক, সাংসদদেরও প্রতি বছর সঠিক সময়ে সম্পত্তির হিসাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এঁদের মধ্যে অনেকে কিছু দিনের মধ্যেই জীবনযাপনের মান বদলে ফেলছেন। যে জনপ্রতিনিধির বাড়ি-গাড়ি ছিল না, কয়েক বছরের মধ্যে বাড়ি, গাড়ি ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে তিনি মত্ত হয়ে উঠছেন। জনসেবার ব্রত নিয়ে কাজে নেমে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া এবং এ-হেন প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কেউ মেনে নিতে পারছেন না। সেই কারণেই জনমানসে নেতাদের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রকৃত জননেতা তৈরি হতে গেলে জনপ্রতিনিধিদেরও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে মানবসেবায় নিয়োজিত হতে হবে। সকলের সম্পত্তির হিসাব নেওয়ার নির্দেশ জারি করলেই হবে না, নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়াটাও অত্যন্ত জরুরী।

জন্মদিন

আজকের দিন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অশোক সিংঘলের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রমনিয়াম স্বামীর জন্মদিন।*

বাংলা ভাগের পটভূমিকা

সুপ্রিয় দেবরায়

২০ জুন ১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, অর্থাৎ বঙ্গ ভাগের। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার এই দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে মানতে নারাজ, কারণ তাদের মতে এই দিনটির সাথে দেশভাগের করুণ ইতিহাস জড়িত। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয় রাজ্য সরকার পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিনটিতেই পালন করবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে। প্রশ্ন জাগে একাধিক; পয়লা বৈশাখ অবশ্যই একটি শুভ দিন, কিন্তু আলাদা রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম কি এইদিন হয়েছিল? ৪ মার্চ ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর রচিত সেই গীত দিয়েই তো শুরু হয় নববর্ষের প্রথম প্রহরে প্রভাতফেরী, 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো খখ।' ছোটবেলা থেকে তাই তো দেখে আসছি। তাহলে কি সকালে উঠে স্নান করে নতুন কাপড় পরে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে আর কি মন্দিরে যাওয়া হয়ে উঠবে না? হালখাতা, নতুন বইয়ের আবির্ভাব, লেখক-প্রকাশক মিলন; এ সবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাংলা নববর্ষের সঙ্গে, সমস্ত বাংলা সাহিত্য জগতের। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় এক মহোৎসবের মতো করে। দূর মফস্ সল থেকে পুস্তক বিক্রেতারা, পাঠকরা, বাঁধাইকাররা আসেন নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। এখন বইমেলার কারণে পয়লা বৈশাখে বই তত প্রকাশ হয় না। পূর্বে পয়লা বৈশাখে নতুন বই ছিল একটি প্রধান আকর্ষণ। আজ রমাপদ চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখেরা আরও অনেকের সাথে নেই। কিন্তু রয়ে গেছে দে'জ পাবলিশিং-এর লাল খাতা, মিত্র ও ঘোষ-এর খেয়ালখুশি খাতা। যেখানে পাওয়া যায় তাঁদের কলমের আঁচড়ে লিখিত পয়লা বৈশাখের অনুভূতিমালা। আর পয়লা বৈশাখ দিনটিতে কলম লিখিয়েরা যে সুন্দর সুন্দর নিবন্ধ কিংবা স্মৃতিমালা উপহার দেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সেগুলো কি বন্ধ হয়ে যাবে? তার বদলে কি সকাল থেকেই পাড়ায় পাড়ায় শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের সাথে নিজস্ব রাজনৈতিক পতাকা উত্তোলন? অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটি মাস। সে যাইহোক, পয়লা বৈশাখ আর পশ্চিমবঙ্গ দিবস না হয় একই দিনে পালিত হল 'এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো —'এর পরিবর্তে কবিগুরুর আর একটি গান দিয়ে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল —' কিংবা দুটো গান দিয়েই। কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস না জেনেই, কেন ২০ জুন তারিখটি বাতিল করে দেওয়া হল! কেন এই দিনটির উপর এত রাগ! বিরোধী দল এবং রাজ্যপাল এই দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস কিংবা জন্মদিন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, সেটাই কি একমাত্র কারণ?

২০ জুন ১৯৪৭ থেকে বেশি পুরনো নয়, মাত্র এক বছরের আগের ইতিহাস একটু নেড়ে দেখা যাক। ৫ মে ১৯৪৬ সালে সিমলা কনফারেন্সে ক্যাবিনেট মিশন দ্বারা একটি প্রস্তাব পেশ করা হল। বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকা প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে(হিন্দু অধ্যুষিত মাদ্রাজ, বম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, কেন্দ্রীয় প্রদেশ, ওড়িশা; মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধ, বালুচিস্তান; এবং বাংলা, অসম)। নতুন সংবিধানের নির্মাণের পর এই গ্রুপের অন্তর্গত প্রদেশগুলোর অধিকার থাকবে গ্রুপ বদল করার, তাদের নিজেদের রাজ্যের বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। প্রতিটি গ্রুপের নিজের সংবিধান অর্থাৎ বিধানসভা থাকবে। আর তারাই স্থির করবেন কেন্দ্রীয় আইনসভার সিদ্ধান্ত। নেহরু এটা মানলেন না, কিছু পরিবর্তন চাইলেন। ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন সিদ্ধান্ত নিল, গ্রুপিং ব্যবস্থা এবং গ্রুপ বদলের অধিকার থাকবে, কিন্তু এখনই প্রয়োজন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তৎকালীন ভাইসরয় ওয়াভেল ৩ জুন জিন্নাকে ডেকে পাঠালেন। প্রস্তাব, পাঁচজন মুসলিম লিগ থেকে এবং পাঁচজন কংগ্রেস থেকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার। জিন্নার দাবি, মুসলিম লিগের প্রতিনিধিদের সরকারে সমান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের লিখিত গ্যারান্টি। ওয়াভেল রাজি হলেন না, কারণ লিখিত আশ্বাস দিলে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হতে পারে। এরপর ১৬ জুন অন্তর্বর্তী সরকারের পার্টি সদস্যদের নাম ঘোষণা নিয়ে কলহ, ২৫ জুন জিন্নাকে কড়া ভাষায় তিরস্কার ক্যাবিনেট মিশন দ্বারা এবং এরপর ১০ জুলাই বম্বেতে নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি যেন ঘৃতাহুতি। তখন এই বিবৃতি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেও চরম অস্বস্তি দেখা গিয়েছিল। জিন্নার সন্দেহ হল, ১৬ মে ঘোষণা অনুযায়ী গ্রুপিং ব্যবস্থা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। সবাই সংবিধান সভা, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দিকে নজর দিচ্ছে এবং একবার কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য হয়ে গেলে মুসলিমদের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না, কংগ্রেসের আধিপত্য স্বীকার করতে হবে। এই সন্দেহের বশে ২৯ জুলাই বম্বেতে মুসলিম লিগের বৈঠকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করলেন, ১৬ আগস্ট। বাকিটা আমাদের জানা। যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ জুড়ে, ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারল এ আগুন নেভানোর ক্ষমতা তাদের নেই। আর সেইসময় ক্রমেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং সিভিল সার্ভিস অফিসাররা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্লান্ত। সবাই নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটেনকে বেরিয়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যে নেহরু সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সাল থেকে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

২২ মার্চ ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন সস্ত্রীক দিল্লিতে এলেন নতুন ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে। সেইসময় দেশের যা পরিস্থিতি, মাউন্টব্যাটেন এবং অ্যাটলি দুজনেই জানতেন যে দেশভাগ সম্ভবত ঠেকানো যাবে না। মাউন্টব্যাটেন ঠিক করলেন, আলাদা করে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের সঙ্গে আলচোনা করবেন। নেহরু, প্যাটেল জানালেন, গণপরিষদ আর অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আর মুসলিম লিগকে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে সরান। কারণ তারা পাকিস্তান চায়, অখণ্ড দেশের হয়ে তারা কাজ করবে না। জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন, আপনাকে অবশ্যই অস্ত্রোপচার অর্থাৎ সার্জিক্যাল অপারেশন করতে হবে । বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগের ব্যাপারে জানালেন, অসম্ভব। পুরোটাই চাই। পোকায় কাটা পাকিস্তান নিয়ে মুসলিম লিগ কী করবে? ইতিমধ্যে গান্ধীজি প্রস্তাব দিলেন, দেশভাগ নয়। মুসলিম লিগই মন্ত্রীসভা গঠন করুক। কংগ্রেস সমর্থন করবে। মাউন্টব্যাটেন গভর্নর হিসেবে তত্ত্বাবধান করবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব নেহরু, প্যাটেল, জিন্না কেউ মানতে রাজি হলেন না। কারণ কেউই প্রাদেশিক নেতা হতে চাননি, চেয়েছেন সর্বভারতীয় / পাকিস্তান কর্তা হতে। ঠিক এইসময়য়েই শরৎচন্দ্র বসু, সুরাবর্দি, আবুল হাশেম প্রস্তাব দিলেন; যদি দেশভাগ হয়, বাংলা ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগ দেবে না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। সোদপুরে গান্ধীজির সাথে কথা বললেন। কিন্তু এই জটিলতাতে গান্ধীজির খুব একটা সম্মতি ছিল না। সুরাবর্দির ইচ্ছে ছিল, এই সুযোগে স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন। জিন্নার অবশ্য মনেমনে সায় ছিল। যদি স্বাধীন বাংলা হয়, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণে আসলে তো বাংলা একদিন পাকিস্তানই হবে। শরৎচন্দ্র বসু অবশ্য মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, বাঙালির একটি নিজের দেশ হোক। আবার এইসময়েই বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভাও এক হয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে প্রস্তাব করলেন, বঙ্গভঙ্গের সমর্থনের জন্য। যাতে বাঙালি হিন্দুদের একটি আলাদা রাজ্য হয়। শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, ভারত ভাগ না হলেও মুসলিম লিগের আধিপত্যে থাকতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। এবং ১৬ আগস্ট কলকাতা দাঙ্গার পর, বাঙালি হিন্দুরা এ ব্যাপারে ভীত। এরপর মাউন্টব্যাটেন-এর বাড়িতে ভারত-বিভাজন ও বাংলা বিভাজন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও হিন্দু জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি আলাদা সভা হবে এবং সবার মতামত নেওয়া হবে। একটি সভার ফলাফলও যদি বাংলাভাগ-এর পক্ষে যায়, তবে বাংলাভাগ হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ-এর সভায় বাংলা বিভাজনের বিপক্ষে বেশি ভোট পড়ে। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের সভায় বাংলা বিভাজনের পক্ষে ভোট পড়ে।

ইতিমধ্যে মাউন্টব্যাটেন-এর সহযোগী ইসম লন্ডন ঘুরে এসেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলা আর পাঞ্জাব সহ ১১ টি প্রদেশ সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা পাকিস্তানে যাবে না ভারতে থাকবে। সিংহভাগ ক্ষমতা থাকবে রাজ্যের হাতে, একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থাকবে কয়েকটি মন্ত্রক হাতে নিয়ে। ইসমকে ফাইনাল প্ল্যান বানানোর পরামর্শ দিয়ে, মাউন্টব্যাটেন সিমলা যান মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। কয়েকদিন পর নেহরু এলেন। মাউন্টব্যাটেন-এর প্ল্যান শুনে নেহরু রেগে গিয়ে বললেন, এভাবে মুসলিম লিগকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাহলে তিনি এতদিন কী আলোচনা করলেন? মাউন্টব্যাটেন আর উপায়ান্তর না দেখে, নিজেই ব্রিটেন গেলেন। দিল্লি ফিরেই বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকের দিন ২ জুন, ১৯৪৭। প্ল্যানের পেপার এগিয়ে দিলেন কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের নেতাদের নিকট। জিন্না পেপারে চোখ বুলিয়ে বললেন, বাংলা আর পাঞ্জাবকে ভাগ করা যাবে না। পুরোটাই চাই। মাউন্টব্যাটেন জানালেন, আপনার স্বপ্ন পাকিস্তান। জিন্না সময় চাইলেন, দলের সাথে আলোচনা করতে হবে। মাউন্টব্যাটেন জানালেন, মধ্যরাতের মধ্যেই জানাতে। কারণ ইতিমধ্যে নেহরু, প্যাটেল জানিয়েছিলেন, যদি জিন্না সময় চায়, তাহলে তাঁরা সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন। অন্যরা জানত না বটে, তবে জিন্না জানতেন যে তাঁকে ক্ষয়রোগে ধরেছিল, যার দরুন হাতে বেশি সময় ছিল না নষ্ট করার মতো। তাই জিন্না বেশি দর কষাকষিতে না গিয়ে 'খণ্ডিত ও কীট-দ্রষ্ট' পাকিস্তান প্রাপ্তিতেই রাজি হয়ে যান।

৪ জুন দিল্লির ভাইসরয় হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন বিবৃতি দিলেন, ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং দেশভাগ হবে। বাংলা ও পাঞ্জাব নিজেদের বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নেবে নিজেদের রাজ্য ভাগ হওয়ার ব্যাপারে। তারপর আসবে বাউন্ডারি কমিশন। যখন সাংবাদিকরা জানতে চাইলেন, কবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে? নিমেষের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন বলে ফেললেন, ১৫ আগস্ট। অর্থাৎ মাত্র আড়াই মাস পরে ভারত নামের অখণ্ড দেশটি দু'টুকরো হয়ে যাবে।

৪ জুন ১৯৪৭ সালে ঘোষণা হয়ে গেল ভারতের তথা বাংলা এবং পাঞ্জাবের প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য। অনেকের মনেই সেদিন প্রশ্ন এল, আড়াই মাস পরে আমাদের দেশ কোনটা হবে। ১৯৪৬ সালের মে মাস থেকে যে টানাপোড়েনের রাজনীতি চলছিল, তার অবসান ঘটলো ৪ জুন ১৯৪৭ সালে। ভাগ হয়ে যাওয়া অসংখ্য ভালোবাসার কাহিনি, ভাগ হয়ে যাওয়া স্মৃতি, হৃদয়, ঘর, আঙিনা, মানুষ নিয়ে; বঙ্গভাগের ইতিহাস ২০ জুনের সাথে জড়িত নয়, এটি জড়িত তার অনেক আগে থেকেই; যার একটি পরিসম্পাতির রেখা টানার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল ৪ জুন ১৯৪৭ সালে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের সমর্থন নিয়ে। ২০ জুন ১৯৪৭ সালে বিধানসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে শুধু সেটির সম্মতি নেওয়া হয়। দেশভাগের শিকার না হয়েও কিন্তু ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সাক্ষী থেকে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে ২৫ জুন ছোটভাই নুটুবিহারীকে লিখলেন একজন ছাপোষা বাঙালির মতো, 'নতুন বঙ্গভাগ হয়ে গেল। ভালই হল। বাঙালি হিন্দুরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।—' অবিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক কিংবা সামাজিক ইতিহাস ঘেঁটে কোনও বিশেষজ্ঞ পশ্চিমবাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস খুঁজে হয়তো পাবেন না, তাহলে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি কোথায়, সেটা বোধগম্য এখনও হোল না! এটা কি আবার সেই যেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই জনসভায় বলে থাকেন, 'আমি এটা করে দিলাম' ধরণের একটা গিমিক! প্রতিষ্ঠার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে স্থাপয়িতার নাম। হয়তো এই নামে অভিহিত হওয়ার লোভ তিনি সামলাতে পারলেন না!

ইদানীন্তন কমলাকান্তের জবানবন্দী

খোশনবিশ পঙ্কজ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সম্প্রতি এক খবরের কাগজে পড়লাম ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের উদাগিরবাসী গণপতি ভিট্টাল ওয়াগোরে সীমান্তবর্তী কর্নাটকের বিদার জেলার মুরলীধর মানিকরাও কুলকার্নির দুইটি মহিষ এবং একটি বাছুর চুরি করে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ চুরি যাওয়া পশু উদ্ধার করে মালিককে ফিরিয়ে দেয়। আদালত থেকে জামিন পেয়ে অভিযুক্ত পুলিশের চোখ এড়িয়ে এতদিন কাটিয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযোগকারী মারা গেছেন। ভিট্টালের অপরাধের সহ-অভিযুক্তও মারা গেছেন। পুরনো মামলার হদিশ করতে গিয়েই এই ঘটনা ৫৮ বছর পরে জনসমক্ষে এসেছে এবং ভিট্টাল পুনরায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্তের জবানবন্দীর কথা মনে পড়ে। প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু চুরির সাক্ষী ছিল কমলাকান্ত। তাই আমি একটি কল্পকাহিনী বর্ণনা করার চেষ্টা করবো।

আদালত লোকে লোকার্কীর্ণ। সরকারী আইনজীবী পেশকারকে জানালেন অভিযুক্ত হাজির আছেন। কিছু পরে বিচারপতি বিচারকক্ষে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। অভিযুক্তের জামিনের আবেদনের উপর শুনানি হবে। বিচারপতি আবেদন পড়লেন এবং সরকারি আইনজীবীর কাছে বক্তব্য শুনতে চাইলেন।

সরকারী আইনজীবী: হুজুর! অভিযুক্ত নিশ্চয়ই খুব প্রভাবশালী। তাই দীর্ঘ ৫৮ বছর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে। আমি জামিনের বিরোধিতা করি।

আসামীর আইনজীবী: হুজুর! অভিযুক্তের বয়স ৭৮ বছর এবং বেশ অসুস্থ। উপযুক্ত জামিনদারের শর্তে জামিন মঞ্জুর করা মানবিক কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিচারপতি: আসামীকে আমি জেরা করব। পেশকারের ইঙ্গিতে আদালতের মুহুরি আসামীকে কাঠগড়ায় তুললো।

আসামীকে বলল: 'বলুন- যাহা বলিব সত্য বলিব। সত্য বই মিথ্যা বলিব না।' আসামী নির্দেশ পালন করলো।

বিচারপতি: আপনি কি ভাবে এতদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ালেন? আবার জামিনে মুক্ত হয়েও যে পালিয়ে যাবেন না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

আসামী: আমি যতদূর জানি ৫৮ বছর আগে যিনি আমার জামিন ছিলেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আমার তো মনে হয়। আইনত তিনিই উত্তরের জন্য দায়বদ্ধ। তাছাড়া পুলিশও দায়বদ্ধ।

পেশকার: আপনি ধর্মাবতারের প্রশ্নের উত্তর দিন। অন্য কোন প্রসঙ্গ টানবেন না।

আসামী: আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। কারণ আমি কোনদিন পালাইনি।

বিচারপতি: তাহলে শুনানির জন্য ধার্য দিন আদালতে হাজির হননি কেন?

আসামী: সেটা আমার উকিল বলতে পারবে। আমি উকিলকে তাঁর ফি ঠিক ভাবেই দিয়েছি। আর তিনি শুনানির দিন আদালতে হাজির হয়ে কি বলেছেন তা আমি কি করে জানবো?

বিচারপতি: পুলিশ জানাচ্ছে আপনার উকিল অনেক দিন আগেই মারা গেছেন।

আসামী: তার জন্য কি আমি দায়ী?

পেশকার: আপনি আবার প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

বিচারপতি: (পেশকারের দিকে হাত দেখিয়ে নিরস্ত হতে বলেণ। তারপর আসামীর উকিলের দিকে তাকিয়ে) আপনি আদালতকে কি ভাবে আশ্বস্ত করতে পারেন যে আপনার মক্কেল আবার পালিয়ে যাবেন না?

আসামী: উনি কি করে বলবেন? উনি তো সেটাই চাইবেন আর আমার কাছ থেকে ফি নিয়ে পকেট মোটা করবেন।

আসামীর উকিল: হুজুর! আমার মক্কেলের কাছে আমি অপমানিত হয়ে মামলা লড়তে চাই না। আমার দেওয়া ওকালতনামা ফেরত দিয়ে দিন। আমি এই মুহূর্তে মামলা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।

আসামী:আমার উকিলের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আমার মামলা লড়বো।

বিচারপতি: তাহলে আপনিই বলুন যে জামিন পেলে আপনি প্রতিদিন সকালে থানায় গিয়ে দেখা দেবেন।

আসামী:পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী কি ভাবে এই শর্ত পালন করবে? এই অবস্থায় আমি কি করে পালাবো? আমার স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলেমেয়েরা সবাই অনেক দূরে থাকে। আমি বাড়িতে একাই থাকি। এক প্রতিবেশী বিধবা মহিলা বেতনের বিনিময়ে আমার দেখাশোনা করে।

বিচারপতি: তাহলে পুলিশ রোজ আপনার বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবে।

আসামী: হুজুর! মুহুরি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন যে আমি সত্য কথা বলব। আমি আপনার কাছে একটি সত্য কথা বলতে চাই।

বিচারপতি: বলুন।

আসামী: পুলিশের লোক কেমন আপনার নিশ্চয় জানা। তারা যেন আমার বাগানের সবজি বা ফল না হাতিয়ে নেয়। আমার কয়েকটি মুরগিও আছে। তাদের নিরাপত্তাও চাই।

বিচারপতি: (মাথা চুলকে, সরকারী আইনজীবীকে) আপনার এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?

সরকারী আইনজীবী: আমার মনে হয় জামিনদার রোজ আসামীর খোঁজ নেবে এবং থানায় রিপোর্ট করবে লিখিতভাবে।

আসামী: হুজুর! আপনার দয়ার শরীর! শেষে আর একটি সত্য কথা বলবো। আমার এই বয়সে এই রোগাক্রান্ত শরীরে পরকালে যাওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে। আপনি নিশ্চয়ই পরকালে বিশ্বাস করেন?

বিচারপতি: আইনের চোখে ইহকাল-পরকাল বলে কিছু নেই। আদালত কোন ধর্মের পক্ষে নন।

আসামী: আপনার নামে তো বোঝা যায় আপনি হিন্দু। হিন্দু হয়ে আপনি এই কথা কি করে বললেন? আর দেখুন আমি হিন্দু বলে গোরু চুরি ঘৃণা করি।

সরকারী আইনজীবী: হুজুর! আসামী পরোক্ষে প্রকাশ করলো যে সে মহিষ চুরি ঘৃণা করে না। তাহলে প্রাথমিক ভাবে এই অপরাধের সঙ্গে আসামীর যোগসূত্র প্রমাণিত হয়। তাহলে আপনি আমার দাখিল করা চার্জ অনুমোদন করুন।

বিচারপতি: আপনি ঠিক বলেছেন। আসামীকে জামিন দেওয়া যাবে না। চার্জ গঠন আমি অনুমোদন করলাম। খুব ভালো জামিনের শুনানিতে চার্জ গঠনের কাজও হয়ে গেল। ভালো ভালো। অনেক পুরনো মামলা। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কাল থেকেই বিচার শুরু হবে। (পেশকারকে) আপনি আজই সাক্ষীর শমন পাঠিয়ে দিন। কালই শুনানি হবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় দুর্গা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

একথা আমাদের জানতে অত্যন্ত আগ্রহ জাগে যে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বকবির চোখে দুর্গা বা বিশ্বজননী কীভাবে ধরা পড়েছিল। দুর্গাপুজোর সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল আদিগন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁর কবিতায়, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, চিঠিপত্র থেকে দু'একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। "শিশু" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পুজোর সাজ' কবিতাটিতে ধরা পড়েছে দুর্গাপুজোয় শিশুমনের আনন্দ সম্পর্কে এক আবহমানকালের চিত্র। 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি / পুজোর সময় এল কাছে / মধু বিধু দুইভাই ছুটাছুটি করে তাই / আনন্দে দু'হাত তুলে নাচে।'

রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পে দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ আছে। যেখানে 'রবিবার' গল্পের নায়ক নাস্তিক অভিককুমারকে বিভা বলছে, 'যাচ্ছ কোথায়?'

— 'মিটিং আছে।'
— 'কীসের মিটিং?'
— 'ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুজো করব।'
— 'তুমি পুজো করবে? '
— 'আমিই করব। আমি যে কিছুই মানিনে।'

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা - সন্দীপ- নিখিলেশ এই তিনজনেরই অন্তর্গত চরিত্রের উচ্চারণে দুর্গার উল্লেখ আছে। এই উপন্যাসে দুর্গা প্রসঙ্গে বিমলার অনুভব এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব। আমি দেশের এমন একটা প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব।' রবীন্দ্রনাথ শুধু দুর্গাপুজো উপলক্ষে শুধু সাহিত্যই রচনা করেন নি, তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রিয়জনদের আমন্ত্রণও জানাতেন দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে। এই উপলক্ষে তিনি প্রিয়জনদের কাছ থেকে যেমন পার্বণী পেতেন, তেমনি পার্বণীও দিতেন। দুর্গাপুজোতে এই পার্বণী উপহার পেয়ে বা দিয়ে তিনি খুশী হতেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দুর্গা বা দুর্গাপুজো এমন গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল যে, তিনি শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন দুর্গাপুজোর অনুরূপ একটি মেলার আয়োজন করেন। এই মেলার নাম ছিল কাত্যায়ণী মেলা। এইভাবে তিনি দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন শিলাইদহে।

এরপর ১৯০০ সালের পয়লা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠি লেখেন। সেদিন ছিল দুর্গাপুজোর সপ্তমী ।এই চিঠিতে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী ও অসীমতার মধ্যে যখন আমরা বিভোর হইয়া, আমাদের সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দিই তখনই প্রকৃত পূজা। তখন আমরা ভগবানের বিশ্বরূপ বিরাটমূর্তিতে দেখিতে পাই। তখন প্রত্যেকের চেতনার সহিত আমাদের চেতনা মিশ্রিত জীবনের সমস্ত বিকাশের সঙ্গে আমাদের জীবন যেন সমভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। আগে আমি মনে করিতাম এই সৃষ্টির ব্যাপিনী সমপ্রাণতা কবিত্বেই বিকাশমাত্র।পরে বুঝিয়াছি ইহাতে জীবনকে কবিত্ব করিয়া তোলে। '

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বকেয়া বেতনের দাবিতে ১৫ দিন ধরে কর্মবিরতি সাফাই কর্মীদের

বহিরাগত কর্মী দিয়ে শহর সাফাই করায় ক্ষোভ শ্রমিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বকেয়া বেতনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে পাঁচ মাস ছুঁয়েছে। পুজোর মুখে সেই বকেয়া বেতনের দাবিতে সোনামুখী পুরসভায় টানা দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে শ্রমিক এনে পুরসভা শহর সাফাইয়ের কাজ করানোয় নতুন করে ক্ষোভ ছড়িয়েছে অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে।

সোনামুখী পুরসভায় গত কয়েকবছর ধরে মাঝে মধ্যেই অস্থায়ী শ্রমিকদের বেতন বকেয়া হচ্ছে। সেই বকেয়ার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে এখন পাঁচ মাস ছুঁয়েছে। পুজোর মুখে বকেয়া সেই টাকা না মেটানো হলে কাজে যোগ না দিয়ে টানা কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন ওই পুরসভায় কর্মরত প্রায় দু'শো অস্থায়ী শ্রমিক। টানা দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা কাজে যোগ না দেওয়ায় সোনামুখী শহরের মুখ ঢাকা পড়েছে জঞ্জালে। রাস্তার ধারে স্তূপাকারে জমে রয়েছে জঞ্জাল। ভ্যাট উপচে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন শহরের মানুষ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতে সোনামুখী পুর কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে সাফাই কর্মী এনে শহর পরিষ্কারের কাজ করায় নতুন করে ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করে আন্দোলনকারী অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, পুরসভার অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন বকেয়া রেখে পুরসভা এখন বাইরে থেকে শ্রমিক এনে সাফাই কাজ করে তাদের চাপে ফেলার কৌশল নিয়েছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলনকারী অস্থায়ী কর্মীরা।

পুরপ্রধানের দাবি, সোনামুখী পুরসভার যে আর্থিক ক্ষমতা তাতে সর্বাধিক ১৮০ থেকে ২০০ জন অস্থায়ী কর্মীর বেতন চালানো সম্ভব। কিন্তু সেখানে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪০০। প্রায় দ্বিগুণ কর্মীর বোঝা টানতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই বকেয়া পড়ে যাচ্ছে বেতন। সেই বেতনের দাবিতে অস্থায়ী কর্মীরা কর্মবিরতি করায় শহরের মানুষের পরিষেবার কথা চিন্তা করে বাধ্য হয়ে অন্যদের দিয়ে সাফাই কাজ করাতে হয়েছে।

সোনামুখী পুরসভার এই অচলাবস্থার জন্য শাসক দল তৃণমূলকেই কাঠগোড়ায় তুলেছেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক। তাঁর দাবি, পুরসভা নির্বাচন এলেই ভোটের জন্য দলে দলে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে এখন বেতন দিতে পারছে না। তার জেরে সোনামুখীর মানুষকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘ কয়েক মাস রাস্তা সংস্কার হয়নি। খানাখন্দে ভরে গিয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা রাস্তার। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে উদাসীন প্রশাসন। এদিন দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটে হুগলির পুরশুড়া থেকে ভিবুরগামী রাস্তার মাঝে। রীতিমতো রাস্তার মাঝে ধান গাছ রোপণ করে এবং রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে পথ অবরোধ চলে। পুরশুড়া এলাকার বহু মানুষ রাস্তা সংস্কারের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। তাদের দাবি, শাসক দলের নেতারা বলছেন রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকার নাকি টাকা পাশ করে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা তাহলে সংস্কার হচ্ছে না কেন। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, বড় কিছু না ঘটা পযন্ত প্রশাসনের টনক নড়ে না। আর যখন টনক নড়ে তখন বহু মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। এটাই পার্থক্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে একজন বাস কর্মী বলেন, প্রত্যেকদিন বাস চালাতে গিয়ে হাজার টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে। গাড়ির যন্ত্রাংশ ভেঙে যাচ্ছে। বাসের ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। অপরদিকে পুরশুড়া এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা নিয়ে আমরা সমস্যায় আছি। বারবার জানিয়েও কোনও সুরহা হয়নি। তাই এই পথ অবরোধ। একজন গৃহবধূ ভাবনা বেরা বলেন, যে কোনও মূল্যে রাস্তা সংস্কার চাই। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিছুতেই রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না। পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, পুরশুড়ার এই রাস্তাটি বহুদিনের সমস্যা। প্রশাসনিকভাবে বারবার জানিও রাজ্য সরকার রাস্তাটি সংস্কার করেনি। হুগলি ও হাওড়ার রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতায় কাজ হচ্ছে না। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি স্বপন নন্দী জানান, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী বহু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। বর্ষার জন্য বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কাজ বন্ধ আছে। রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি প্রসেসে আছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখা এলাকার মানুষের স্বার্থে কবে ওই রাস্তাটির সংস্কার হয়।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

আরামবাগ, জেলা-হুগলিতে শাখা প্রেমিসেস আবশ্যক

সম্ভাব্য বাণিজ্যিক তথা বসবাসের এলাকায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং চার চাকা পার্কিংয়ের সুবিধা, দৃশ্যমানতা, উত্তম সম্মুখভাগ সহ প্রধান সড়কের উপর ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত কার্পেট এরিয়া মাপের আরামবাগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় দীর্ঘমেয়াদি লিজে প্রেমিসেস নিতে আগ্রহী ব্যাঙ্ক। উপযুক্ত অফিস/শাখা প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকগণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে শ্রী বিক্রম পাঠক, রিজিওনাল হেড, কলকাতা ৩ রিজিওন, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের নিকট আবেদন করতে পারেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ সন্ধে ৬টার মধ্যে গৃহীত প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে। আমাদের ওয়েবসাইট www.idbibank.in নোটিশ টেন্ডার অধীনে থেকে বা আমাদের যেকোনও শাখা থেকে প্রোফর্মা এবং অন্যান্য বিস্তারিত সংগ্রহ করা যাবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩
স্বা/-
জোনাল হেড, কলকাতা জোন

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট- III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১, ইমেল : z184@indianbank.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

প্রতি

১. মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সুরজিৎ চন্দ, পিতা প্রয়াত সমরেন্দ্র মন্দন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. চাকদা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ

২. শ্রীমতি দুলালি চন্দ (জামিনদাতা), স্বামী প্রয়াত সমরেন্দ্র মোহন চন্দ, গ্রাম - সালুয়া কলোনি, সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, পো. চাকদা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৭.০১.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সুরজিৎ চন্দ আমাদের চাকদা শাখ,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৯,৯৯,৪৫৫.১২ টাকা** (উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চাকদা শাখার** নিকট বকেয়া **২৯,৯৯,৪৫৫.১২ টাকা** (উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা এবং বারো পয়সা) টাকা **২৭.০১.২০২৩** অনুযায়ী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা- জয় কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ২০৪৮ এবং এলআর ১৩৯০/১,৪৪৫৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর ৩৮৬/২২৩২, চাকদহ পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৯, রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রী সুরজিৎ চন্দ**'র নামে এডিএসআরও-চাকদহ নদিয়া জেলা, দলিল নং ১-০১৩৩৭/৩১.০৩.২০০৮। জমির পরিমাণ ৪.৯৫ ডেসিমেল, জমির প্রকৃতি - বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জ্যোতির্ময় সাহা পোদ্দারের সম্পত্তি, দক্ষিণে: সড়ক, পূর্বে : বাচু বর্মনের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সোমা সাহা পোদ্দারের সম্পত্তি সমন্বিত।

এবং

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি (বর্তমানে খালি জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন বিশিষ্ট) অবস্থিত সালুয়া কালী মন্দিরের নিকট, জয়কৃষ্ণপুর (সালুয়া), ওয়ার্ড নং ১৯ (নতুন),হোল্ডিং নং ৯৪৯, পো এবং থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, চাকদহ পুরসভা অধীন। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১-১৩০৪০৩১৩৬, স্বত্ব/রেজিস্টার্ড দান দলিল নং ১-০৩১৩৬, তারিখ - ২৯.০৮.২০১৬। দলিল অনুযায়ী :মৌজা - জয়কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ২৩৯৭, এলআর ২১৮৯, প্লট নং আরএস ৩৮৬/২২২৭, প্লট নং এলআর ৩৮৬/২২২৭। সংশ্লিষ্ট জমির প্রকৃতি 'বাড়ি- পর্চা খরিয়ান এবং প্লট তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুযায়ী-এলআর প্লট নং ৩৮৬/২২২৭, এলআর খতিয়ান নং ১০১০৮, জমির এরিয়া - ৬.০ ডেসিমেল দান দলিল থেকে এবং ৩.০ ডেসিমেল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।মোট জমি (৬.০ এবং ৩.০) সমান সমান ৯.০ ডেসিমেল/৫.৪৫৪ কাঠা/৩৯২৬.৮৮ বর্গফুট/৩৬৪.৭৮ বর্গমিটার। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বর্তমানে (বর্তমানে খালি জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন সমন্বিত), অবস্থিত মধ্যম বসবাসের এলাকায় এবং এলাকাটি মধ্যমমানের বাজার দর বিশিষ্ট বসবাসের জন্য। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিপুর কর্মকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : অসীম চন্দ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৩
স্থান : চাকদা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অভিষেককে হেনস্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দলের প্রিয় নেতা ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি, সিবিআই এর আধিকারিকদের দিয়ে হেনস্তা ও কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট বোটঘাটে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র কার্যালয়ের সামনে এক বিশাল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। বসিরহাট শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিনের সভা থেকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তৃণমূল নেতা কর্মীরা। তাদের দাবি, সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে মোদি, অমিত শাহেরা। তাই তার বিরুদ্ধে কোনও তথ্য না পেয়ে ইডি, সিবিআই দিয়ে হেনস্তা করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে ভয়ের কারণেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিজেপি অন্যায়ভাবে দলের কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে। বাংলার মানুষ এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। তাই আগামীদিনে মানুষ একজোট হয়ে বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতির প্রতিবাদ চরমভাবে করবে সেটা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বিজেপির পক্ষে বেদনাদায়ক হবে বলেই দাবি ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা থেকে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি কৌশিক দত্ত, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বসিরহাট পুরসভার পুরপ্রধান অদিতি মিত্র, জেলা পরিষদ সদস্য সাহানুর মণ্ডল, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অভিষেক মজুমদার, জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস এর সভাপতি সমীক রায় অধিকারী, তৃণমূল নেতা বাদল মিত্র, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা, বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

সাঁইথিয়ায় জাতীয় নাট্য উৎসব

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: প্রতিষ্ঠার দশমবর্ষকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে সাঁইথিয়ার ওয়েক আপ নাট্যদল আয়োজন করেছিল জাতীয় নাট্য উৎসব-নামামি ভারত। সম্প্রতি, সাঁইথিয়া রবীন্দ্রভবনে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত হলো এই উৎসব। অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল-অসমের অভিনব থিয়েটার (কড়বা সচ), জম্মুর রঙ্গলোক (মা মুঝে টেগর বানা দে), কোচবিহার অনাসৃষ্টি (ননীবালা), রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপ (আদাব), থিয়েলাইট (দুর্গা রহস্য),

তমলুক আনন্দলোক (নীরু), হালিশহর রংতাল(রাখালচন্দ্র মাতাল), উত্তরপাড়া উত্তরায়ণ (ফল্গুধারা), পিন্ডিরা ইলোরা (মরণ রে), দুবরাজপুর সেঁজুতি (চিঠি), অ্যাম্ফি থিয়েটারওয়ালা (রিঙ) এবং আয়োজক সংস্থা (ফকির কলমা অপেরা)। এছাড়াও বিভিন্ন দিনে ছিলো বাউলগান, লোকনৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান। উদ্বোধন পর্বে 'নমামি ভারত' শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে - স্থানীয় নৃত্যদল গুলি। উদ্বোধন পর্বে ছিলেন-স্বামী সত্যশিবানন্দ মহারাজ। নাট্য আকাডেমীর সদস্য মলয় ঘোষ ও রতন চক্রবর্তী, নাট্য ব্যক্তিত্ব জয়ন্ত দাশগুপ্ত প্রমুখ। গোষ্ঠীর সম্পাদক পান্নালাল ভট্টাচার্য বলেন, সাঁইথিয়া শহরে প্রথম শুরু হল জাতীয় নাট্য উৎসব, শহরের নাট্যমোদি সংস্কৃতিমনস্ক মানুষকে নাটকের আরও কাছাকাছি আনতে এই উদ্যোগ।

ভ্রমণমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রেলযাত্রা গোঘাটের শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পড়াশোনার পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে হুগলি জেলার গোঘাটের মালিপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটাতে, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ভ্রমণমূলক শিক্ষার বিকাশে শিক্ষকেরা বেরিয়ে পড়লেন রেলযাত্রায়। এক অজানা গাড়িতে চেপে আনন্দে আত্মহারা ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের প্রিয় শিক্ষকেরা অবশেষে রেলগাড়িতে চাপিয়েছেন। এই ভেবে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা রেল গাড়ি চেপে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাত্রা করে। উল্লেখ্য, সমাজ উন্নত হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে সর্বত্র। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেও এসে পৌঁছেছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন। তবে এটা শুধু শহর ও শহরতলি সহ বেশ কিছু গ্রামের ছবি। প্রত্যন্ত অনুন্নত গ্রাম-গঞ্জে এখনো অন্ধকারেই আছে। এমনই একটি গ্রাম গোঘাটের নকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপুকুর। অ্যান্ড্রয়েড ফোন তো দূর অস্ত, এখানে গ্রামের মানুষজনের দুবেলা দু'মুঠো ঠিকভাবে খাবারও জোটে না। গ্রামের মানুষজন সকলেই কৃষি কাজে যুক্ত। দিনমজুরি করে সংসার চলে। অভাবের তাড়নায় গ্রামের ছেলে মেয়েরা আগে স্কুলমুখ হত না। বর্তমানে গ্রামের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় পড়াশোনা করে। গ্রামের মানুষের কাছে শিক্ষকরা ভগবান তুল্য। ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদের স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের কাছে আবদার তারা রেলগাড়ি স্ব-চক্ষে দেখবে। কেননা গ্রামের বাড়ি হওয়ায় এখনও তারা তা স্বচক্ষে দেখেনি। তাদের রেলগাড়িতে চাপাতে হবে, আবদার জানায় স্কুলের শিক্ষকদের কাছে। সেই সামান্য দাবি পূরণে তৎপর হয়ে ওঠে শিক্ষককেরা। আর সেই অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে তারকেশ্বর ধামে পাড়ি দেন তারা। এই বিষয়ে ওই স্কুলের একজন শিক্ষক আশুতোষ নন্দী বলেন, স্কুল শিক্ষকদের দ্বিতীয় বাড়ি। তাই ছেলে মেয়েদের বাস্তবে রেলগাড়ি কি রকম তা জানাতেই, এই ভ্রমণ। সবমিলিয়ে ভ্রমণমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনো অপরিসীম বলে মনে করেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। এদিন গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রামের ওই ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬,
ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দাবি নোটিশ

প্রতি

রেশমা বিবি কে শাইখ
গ্রাম - খিদিরপুর, নলহাটি, জেলা- বীরভূম, রামপুরহাট,পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪২

বিষয়: **আমাদের রামপুরহাট শাখা থেকে রেশমা বিবি কে শাইখ কর্তৃক ঋণসুবিধাদি গ্রহণ সম্পর্কিত জামিন দ্বারা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নোটিশ**

মাননীয় মহাশয়,

আমরা অবগত করছি যে, আমাদের রামপুরহাট শাখায় আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **২৯.০৬.২০২১** তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিমাণ/সুদ আদায় খেলাপির কারণে। বকেয়া পরিমাণ **১০,২৪,৬৮৯.০০ (দশ লাখ চব্বিশ হাজার ছয়শো উননব্বই টাকা) টাকা** এবং চুক্তি হারে সুদ সহ **৩১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী :-

এ/সি ধরন	সীমা (টা)	আর/এল ও/এস (টা)-	মোট বকেয়া (টা) ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী
টিএলইউ১৫	১০,৩৪,০০০.০০	৮,৩৮,২৭৮.০৪	১০,২৪,৬৮৯.০০

আমাদের বার বার দাবি সত্ত্বেও আপনি বকেয়া পরিমাণ আপনার অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দানের দায়িত্ব পালন করেননি।

সংশ্লিষ্ট কারণে আপনাকে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে মোট বকেয়া পরিমাণ **১০,২৪,৬৮৯.০০(দশ লাখ চব্বিশ হাজার ছয়শো উননব্বই টাকা) টাকা** এবং চুক্তি মোতাবেক সুদ ৩১.০৮.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এবং সম্পাদিত ঋণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী একমাস অন্তর সুদ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত জামিন চুক্তি অনুযায়ী আমরা তা প্রয়োগের মাধ্যমে বিক্রির দ্বারা বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকব।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট রেশমা বিবির নামে, ২য়তলে, ফ্ল্যাট নং: ই১, পশ্চিম দিকে (জি-৪) তলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবনে, মৌজা- ব্রাহ্মণীগ্রাম, জেএল নং : ১০৭, খতিয়ান নং : ৩৭১৬, ৩৭১৭, ৩৭১৮, ৩৭১৯, হাল প্লট নং : ১০১, ৩৬৬, ওয়ার্ড নং : ৯, হোল্ডিং নং: ১১০/এ১ রামপুরহাট পুরসভা অধীন, থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম, পরিমাণ ৫১০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। **চৌহদ্দি:** উত্তরে : রামশঙ্কর ভকত এর ভবন, দক্ষিণে : চলার পথ, পূর্বে : ডা. জে মারায়েম এর ঘর, পশ্চিমে : চলার পথ সমন্বিত।

ক) অনুগ্রহ করে অবগত হোন আপনি ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়দানে ব্যর্থ হলে এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য হলে এবং সম্পূর্ণ বকেয়া আদায় না হলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির বিক্রির মাধ্যমে পরবর্তীতে আপনাদের বিরুদ্ধে আদালত/ডেটস রিকভারি ট্রাই বুনাল এর মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

খ) আপনাদের অনুগ্রহপূর্বক অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে এই নোটিশ পাওয়ার পর ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ হস্তান্তর ধরনের লেনদেন থেকে বিরত/প্রতিবন্ধিত থাকতে। আরও অবগত হোন এই সতর্কতামূলক আইনি নোটিশ অমান্য করলে গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হবেন।

গ) অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারার সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময় অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

সময়ের সঙ্গে মানভূমের লোকসংস্কৃতি ভাদুগানেও পরিবর্তন

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানভূমের লোকসংস্কৃতি পুরুলিয়ার ভাদুগানেও পরিবর্তন। ভাদু একটি কৃষি উৎসব। ভাদ্র মাসে ধান চারা সবুজ ও সতেজ হয়। মাঠজুড়ে চাষিদের চোখে নতুন আশা-ভরসা জেগে ওঠে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম ভাদু উৎসব। আর এর গান হল ভাদুগান।

পুরুলিয়ার মেয়েদের কাছে তাই ভাদু উৎসব খুবই জনপ্রিয়। এবার পুরনো যে সকল ভাদুগান, তাকে বাদ দিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন আধুনিক ভাদুগান। প্রযুক্তির দুনিয়ায় ক্রমশ দিন বদল ঘটছে। আসছে নিত্য নতুন চিন্তাধারা। পুরনো ভাদুগান বাদ দিয়ে এবার তৈরি হয়েছে নতুন আধুনিক ভাদুগান। বর্তমান সমাজে অত্যাচারিত বধূ নির্যাতনের একাধিক গান তৈরি করে গাওয়া হচ্ছে ভাদুতে। এই উৎসবের কোনও পুরোহিতের দরকার হয় না, কোনও মন্ত্র - তন্ত্রও লাগে না। এই উৎসবের প্রধান সম্পদ গান।

ভাদ্র মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাদুর প্রতিমা আনার হিড়িক পড়ে যায় ঘরে ঘরে। সারা মাস সেই ভাদুর প্রতিমার সামনে বিশেষ করে সরাক, বাগতি, বাউরি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সধবা, বিধবা, কুমারী সমস্ত শ্রেণির মহিলারা একসঙ্গে জড়ো হয়ে ভাদুগান গান। এবার সেই ভাদুগান পরিবর্তন করে তাঁরা গাইছেন, 'শাশুড়িতে ধরে মারে, শ্বশুর কিছু বলে না, গুনের দেওর চোখ মারে না জানে পাড়া পরগনা।' কিংবা 'এক পিঠ চুল আমার, পিঠের পরে রহে না, শাশুড়িতে তেল দেয় না, চুলের যতন জানে না।'

বর্তমানে জেলার এই লোকসংস্কৃতি গানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে মেয়েরা অভিযোগগুলি তুলে ধরেছেন। ভাদুগানের পুরনো যে সকল গান শোনা যেত, তাতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা সহ সবুজ ধান চারা মনে আনন্দ জাগরণের কথা বলা হত। বিয়ের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবারা সেই সময় এক জামাইকে দুই কন্যা দান করতেন। তা ভাদুগানে তুলে ধরা হত। পুরনো ভাদুগান ভুলে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে রাজনীতির প্রভাবও দেখা গিয়েছে লোকসংস্কৃতি ভাদুগানে। আধুনিক মোবাইলে সিম নিয়েও তৈরি হয়েছে ভাদুগান। 'ভাদু আমার তাকিয়ে দেখ, সিম এসেছে...।' এই ভাদুকে কেন্দ্র করে জেলায় অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বেশি প্রচলিত কাহিনিটি হল 'পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজার ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। বীরভূমের এক রাজপুত্রের সঙ্গেঁ তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়। বিয়ের দিনই বর আসার ঠিক আগে রাজপরিবারের সকলের অজান্তে আত্মহত্যা করে রাজকন্যা ভাদু। রাজকুমারী অন্ত্যজ শ্রেণির এক যুবককে ভালোবাসত। প্রেমের এই খবর ভয়ে রাজাকে বলতে না পেরে নিজেকে নিজেই শেষ করে ফেলেছে বলে প্রচারিত। রাজরানি এই সংবাদ পেয়ে মূর্চ্ছা যেতে থাকে। রানির অবস্থা দেখে প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন প্রজারা ঠিক করেন ভদ্রেশ্বরীর বা ভাদুর স্মৃতি উৎসব করবেন। এই প্রস্তাবে রাজাও সম্মত হন। তখন থেকেই গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হতে থাকল 'ভাদু উৎসব ' ও তার গান। বর্তমানেও সেই উৎসবে কমতি নেই পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি ভাদুগানে।

জেলার লোকসংস্কৃতি ও ছৌ-ঝুমুর রির্সোস সেন্টারের গবেষক সুভাষ রায় বলেন, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির মধ্যে ভাদু একটি বড় উৎসব। এই উৎসবের মূল বিষয় গান। সেই গানে এবারে বধূ নির্যাতনের অত্যাচারের কথা, মোবাইলের সিমের সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয় মেয়েরা তুলে ধরেছেন ভাদুগানে। এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ও পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীদের মধ্যে। কারণ গান তৈরি করা থেকে সঠিক অর্থ, সুর, তাল, ছন্দ সমস্ত কিছুই ঠিকমতো তৈরি করতে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। যা দেখতে পাওয়া গিয়েছে এই শিল্পীদের মধ্যে।'

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীন নোটিশ

নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী বলদেব সিং এবং শ্রীমতি চরণজিৎ কাউর**, অবগত করা হচ্ছে তারা মূল এবং সুদ সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধা ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত হওয়ার পর পরিশোধ দেননি এবং ফলে সংশ্লিষ্ট ঋণ নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে তাদের জ্ঞাত সর্বশেষ ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে তাদের এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ডিরেক্টর(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ'র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : **শ্রী বলদেব সিং** পিতা কুলদীপ সিং **শ্রীমতি চরণজিৎ কাউর** স্বামী বলদেব সিং বাকার আলি লেন ১২, জোহারমল স্কুল, আসানসোল - ৭১৩৩০১ **এবং** শ্যাম প্লাজা ব্লক-এ, ভগৎ সিং মোড় রঞ্জিত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, জি টি রোড আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০৪	এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নবনির্মিত বসবাসের ফ্ল্যাট, টাইলস মোড়া মেঝে ফ্ল্যাট নং ৪বি, অবস্থিত ৫মতলে, নবনির্মিত বসবাসের তথা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স (বি-জি-৪) **"শ্যাম প্লাজা ব্লক-এ"**, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৩২২, ৩২৩ এবং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪ এবং ৪৪৫ পরিমাণ ০৯ কাঠা ০২ ছটাক শ্রেণি বাস্তু সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১৪ বর্গফুট, টাইলস মেঝে বিশিষ্ট ঢাকা এরিয়া ৯২০ বর্গফুট ফিটিং এবং ফিক্সচার সহ এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এরিয়া পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট **"শ্যাম প্লাজা ব্লক-এ"** বেসমেন্টে, ভগৎ সিং মোড়, রঞ্জিত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, জি টি রোড, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০৪ অনুযায়ী **শ্রী বলদেব সিং এবং শ্রীমতি চরণজিৎ কাউর এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জি টি রোড, দক্ষিণে : আরএস প্লট নং ৩৩৬, পূর্বে : আরএস প্লট নং ৩২৪, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ৩১৮ সমন্বিত।	৩১.০৮.২০২৩	০৭.০৪.২০২৩	**৩১,৩৮,৪৯৩.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো তিরানব্বই টাকা) ৩১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী। আপনারা পরবর্তী সুদ চুক্তির হার অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে বাধ্য।

বিকল্প নোটিশ প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট নোটিশের ৬০ দিন অতিক্রান্তে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ শোধ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

[দ্রষ্টব্য : এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ২০.০৪.২০২৩ এবং ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে ইস্যুকৃত আমাদের পূর্বেকার সকল নোটিশ বাতিল/অগ্রাহ্য হিসেবে গণ্য করা হল]

তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

চন্দননগরে সরকারি হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ

স্বাস্থ্য দপ্তরে গাফিলতির অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: সরকারি হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ রোগীর পরিবারকে, স্বাস্থ্য দপ্তরে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। স্বাস্থ্যকর্মীকে শোকজ করে তদন্ত কমিটি গঠন করল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ গত ১১ সেপ্টেম্বর চন্দননগর হাসপাতালে আউটডোরে চিকিৎসার জন্য আসেন বছর ৪৯ এর মালতি মল্লিক। ভাইরাল একটি ভিডিওতে এক যুবককে বলতে দেখা যাচ্ছে, 'হাসপাতাল থেকে মাকে দেওয়া হয় ওষুধ। আমার মা পড়াশোনা জানে না। মা জিজ্ঞেস করে খাব বাবু ওষুধ। দেখতে গিয়ে দেখা যায় তিন মাস আগে ওষুধটার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।' ওই যুবক প্রশ্ন তোলেন, একজন রোগীকে কিভাবে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ওষুধ দেওয়া হল? এরপরে তিনি হাসপাতাল সুপারকে বিষয়টি জানাবেন বলেও শোনা যায় ভিডিওতে। বিষয় নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় গোটা চন্দননগর শহর জুড়ে।

বিজেপি সভাপতির অভিযোগ ওই হাসপাতালের দেওয়া প্রেসক্রিপশন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ মুখ্যমন্ত্রীর অফিসিয়াল পেজে ট্যাগ করে ১৩ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বুধবার টুইট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেখানে তিনি

লেখেন, 'টিএমসি-ডব্লিউবি এর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে জরাজীর্ণ অবস্থায় টেনে এনেছে। চন্দননগর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রোগীদের মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এর কারণে যে জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার দায় কে নেবে?'

এ নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী তরজা। চন্দননগরের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গোপাল চৌবে বলেন, 'চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। ১১ তারিখ এক রোগী চন্দননগর হাসপাতালে আসেন ডাক্তার দেখাতে। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন মতো আউটডোর থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ি যান। ওষুধ খাবার সময় ছেলেকে দেখান। পরেই ছেলে দেখে ওষুধ এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে। ঘটনার কথা জানতে পারার পরেই আমি চন্দনগর হাসপাতালে হাজির হই। রোগীকে নিয়ে সুপারের কাছে যাই। এর আগেও একাধিকবার এধরনের ঘটনা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন দিদির অনুপ্রেরণায় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। এটাই কি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উদাহরণ, যেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হচ্ছে রোগীদের। রোগী যদি মারা যায় তার দায় ভার কে নেবে?'

চন্দননগর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ও তৃণমূল কাউন্সিলর পার্থ সারথি দত্ত বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। সরকার যেভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করেছে সেখানে কিছু কর্মচারীর ভুলের জন্য যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে সেটা দুঃখজনক। আমি নিজেও এটা দেখছি। যে ছেলেটি অভিযোগ করছেন সে একটি বিশেষ পার্টির সঙ্গে যুক্ত। সত্যটা কতটা আছে দেখতে হবে, কোনওরকম কিছু হয়ে থাকলে যারা দোষী তাদের তদন্তের করে শাস্তি দেওয়া হবে। এবিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা সামনে আসতেই হাসপাতাল সুপার ফার্মাসিস্টকে শোকজ করা হয়েছে। এটা নজর এড়িয়ে কিভাবে হল সেটার জন্য তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এমনকী, রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তিনমাস অন্তর ওষুধের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়। এরজন্য হিসাবও রাখতে হয়। যিনি করেছেন এটা কেন হয়েছে তার জন্য শোকজ করা হয়েছে স্বাস্থ্য কর্মীকে।'

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাঁওতালি মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনের দাবিতে বুধবার দিনভর বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের নেতৃত্বে আন্দোলন করেন সাঁওতালি মাধ্যমের পড়ুয়ারা। আন্দোলনের জেরে বুধবার দিনভর অবরুদ্ধ থাকে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আন্দোলনের মুখে চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত বুধবার রাতেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠন চালুর অনুমতি দেয় রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। জানা গিয়েছে, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই সাতটি বিষয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠনের অনুমতি দিয়েছে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। এই অনুমতি আসলে আন্দোলনেরই ফসল বলে মনে করছে আদিবাসী সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারের এই বিলম্বিত সিদ্ধান্তের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে সাঁওতালি মাধ্যমে পড়াশোনা করা পড়ুয়ারা চলতি শিক্ষাবর্ষে এই প্রথম স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা ভেবেছিলেন স্বাভাবিক নিয়মেই বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্নাতকোত্তর স্তরে তারা পঠন পাঠনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু তেমনটা হয়নি। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠনের কোনও পরিকাঠামো না থাকায় সাঁওতালি মাধ্যমের পড়ুয়াদের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। এর ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়ে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়েত অধীনে থাকা বিভিন্ন কলেজ থেকে সাঁওতালি মাধ্যমে স্নাতক উত্তীর্ণ প্রায় ২০০ পড়ুয়া। বিষয়টি বারেবারে বিশ্ববিদ্যালয়কে বারে বারে জানিয়েও লাভ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বুধবার আন্দোলন শুরু করে সাঁওতালি মাধ্যমের পড়ুয়ারা। আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের নেতৃত্বে বুধবার দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ঘেরাও করে রাখার পাশাপাশি দিনভর অবরোধ করে রাখা হয় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আর এই আন্দোলনেই শেষ পর্যন্ত নড়েচড়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দফায় দফায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে তড়িঘড়ি উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়। বুধবার রাতে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি দেওয়া হয়। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে মোট সাতটি বিষয়ে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠনের সুযোগ দেওয়ায় আপাতত খুশি আন্দোলনকারী পড়ুয়া ও সমাজ সংগঠনের নেতৃত্বরা। এসএফআই এর দাবি রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ গাফিলাতিতেই আটকে ছিল অনুমতি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই ঘটনার যাবতীয় দায় চাপিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার অবশ্য এর জন্য তোপ দেগেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই।

উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকার হিমালয়ান ভায়াগ্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার 'হিমালয়ান ভায়াগ্রা'। বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালায় বনদপ্তর। দু'টি বাড়িতে থেকে প্রায় ৮০০ গ্রাম ওজনের শুঁয়োপোকার ছত্রাক উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। তবে অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। অভিযান চলাকালীন অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। দিন কয়েক আগে শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে করে শুঁয়োপোকার ছত্রাক পাচার করার ছক কষেছিল পাচারকারীরা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বানচাল হয়ে যায়। বনদপ্তরের তৎপরতায় ধরা পড়ে ২ পাচারকারী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১৩ গ্রাম শুঁয়োপোকার ছত্রাক। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শিলিগুড়ি শহরে 'হিমালয়ান ভায়াগ্রা' মজুত থাকার হদিস পায় তারা। এরপরই চলে অভিযান। সেখান থেকে লক্ষাধিক টাকার ছত্রাক উদ্ধার। জানা গিয়েছে, এই ছত্রাক মূলত পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়। ছত্রাক থেকে বিভিন্ন জটিল রোগের ওষুধ তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, যৌন উদ্দীপক তৈরিতেও ব্যবহার হয় এই ছত্রাক। যার এক কেজি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। সেই মূল্যবান ছত্রাক শিলিগুড়িতে হাতবদলের পর নেপাল হয়ে চিনে পাচারের ছক ছিল। ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর।

অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারিত হলেন কাটোয়ার বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অ্যাপের মাধ্যমে দুই লক্ষ ছাপান্ন হাজার আটষট্টি টাকা প্রতারিত হলেন কাটোয়ার মাধবীতলার এক বাসিন্দা। আর সেই চিন্তায় হতাশ হয়ে পড়েন প্রতারিত প্রসেনজিৎ দত্ত। বুধবার জনপ্রিয় অ্যাপ হট স্টারের মাধ্যমে অটোমেটিক টাকা কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

তারপরে প্রসেনজিৎ বাবু ফোন

পে অ্যাপের কাস্টমার কেয়ারের নম্বরে ফোন করে টাকা কেটে নেওয়ার ঘটনা জানান। তখনই তাকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে সেখান থেকে প্রি রিটার্ন পাওয়া যাবে বলা হয়। সেই মতো, তাদের কথা অনুযায়ী অ্যাপ ডাউনলোড করায় দুই লক্ষ ছাপান্ন হাজার আটষট্টি টাকা কেটে নেওয়া হয় প্রসেনজিৎ দত্তর অ্যাকাউন্ট থেকে। তার পরেই কাটোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশের সহযোগিতায় বুধবার তাঁকে বর্ধমান সাইবার ক্রাইম দপ্তরে পাঠানো হলে, ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি (গুলির) বন্ধকদাতা (গণ)]	ক) সারফেইসি এক্টের সেকসন ১৩(২) অধীন দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি এক্টের সেকসন ১৩(৪) অধীন দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) রিজার্ভ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	**ক) মূল শাখা- সন্তোষপুর (০১৫৬২০)** **খ) মেসার্স এস.টি. এগ্রি ট্রেড অ্যান্ড কোং.** **গ) ১. শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি মেসার্স এগ্রি ট্রেড অ্যান্ড কোং. এর স্বত্বাধিকারী** ২৮/১০, বারিশান পূর্বপাড়া রোড, পোস্ট - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩। **২. শ্রী তনুজিত সরকার (জামিনদার)** ২৫/১৯, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ রোড, পোস্ট - গল্ফ গ্রিন, থানা - যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫। **অ্যাকা. নং: ০১৫৬২২৫০০০০৪৭১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU60341355001**	১৫ ডেসিমেল জমিতে দ্বিতল বিল্ডিং (মোট বিল্ট আপ এলাকা ২২৫৭ বর্গফুট) সহ বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ৩০৭৬, বিদ্যা সাগর সরণি, পোস্ট-ঠাকুরপুকুর, থানা- হরিদেবপুর, ওয়ার্ড নং ১২৪, মৌজা -পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩, রে. সা. নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৩৬, আরএস দাগ নং ২৯৯৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (ডাক পাঠানোর ঠিকানা- ২৮/১০, বড়িশা পূর্বপাড়া রোড, পোস্ট - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩) ২০১৩ সালের দলিল নং ৮৫৩৬ এবং ২০১৬ সালের দলিল নং ১১৯৮ অনুসারে। **সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী সিকদার এর সম্পত্তি, দক্ষিণ - প্রয়াত সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জি এবং শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জির সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - ১৫ ফুট চওড়া পাকা বড়িশা পূর্ব পাড়া লেন, পশ্চিম- শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জির সম্পত্তি দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি (ঋণগ্রহীতা)।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৬৮৮৪২, ৮৮.৩১৪২৪৩ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.১০.২০১৮ খ) ৯৯,৪৯,৫৮০.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ১২.১২.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ১০২.৭৫ লক্ষ টাকা খ) ১০.২৮ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২.	**ক) শাখা : গড়িয়া** **খ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল মালিক : শ্রী সন্দীপ গিরি** ১৪/সি রায়পুর রোড, কলকাতা ৭০০০৯২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯২ **গ) জামিনদার: ড. সুমিত্রা গিরি** স্বামী শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি, ১৪/সি রায়পুর রোড, কলকাতা ৭০০০৯২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯২ **এ/সি নং: ০১৪৩২৫০০১১২৫৫ ০১৪৩৩০০০৪২৯৩৬ ০১৪৩৩০০০৪২৯৪৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSUMITRATEX**	সমগ্র ২য় তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৮৪০ বর্গফুট বিল্ট আপ এলাকা ও দুটি বেডরুমের একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দার সমন্বয়ে গঠিত উল্লিখিত ফ্ল্যাটের নীচে এবং প্রেমিসেস নং ১৪, রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৯২ এ অবস্থিত ও জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং আগ্রহ সহ, উল্লিখিত বসতভিটা জমিটি ২ কাঠা ০ ছটাক ২৩ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা , রায়পুর, খতিয়ান নং ৩১০ এর অধীনে দাগ নং ৮৩, জেএল নং ৩৩, থানা- যাদবপুর, জেলা - ২৪ পরগণা দক্ষিণ, এস.আর.ও. আলিপুর, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯৮। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন,প্রেমিসেস নং ১৪, রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৯২। ২০১৩ সালের দলিল নং ৩৫৪২ । **সম্পত্তিটি ডাঃ সুমিত্রা গিরির নামে আছে,** স্বামী-শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি। **সম্পত্তিটি চতুর্দিকপরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মনি মোহন মিস্ত্রীর বাড়ি, দক্ষিণে - পুকুর, পূর্বে - ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রোড, পশ্চিম - বাড়ি এবং শ্রী রাধেশ্যাম পালের প্লট। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : ২২.৪৮৪৭০৫, ৮৮.৩৬৪৯৬ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৭.০৯.২০২১ খ) ৬৭,৯২,০৫৩.৪১ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৬.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ২৪.৭৭ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৮ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৩.	**ক) শাখা : গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, মালিক : পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৫৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭ **এ/সি নং: ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200031**	উল্লেখিত ফ্ল্যাট এর সকল, ২য় তলায়, ফ্ল্যাট নং. ২ সিডি "কৃষ্টি কুঞ্জ", হোল্ডিং নং. বিএমসি/এএস৩৫৫এফ/১০-১১, মধ্যপাড়া, কইখালী, থানা ও পোস্ট- বিমানবন্দর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৫২, পরিমাপ ১৬১০ বর্গফুট **শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার -এর নামে আছে। সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান : ২২.৬৩৪৯৮৬, ৮৮.৪৩৬৪৮২ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ৫৫.০৬ লক্ষ টাকা খ) ৫.৫১ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৪.	**ক) শাখা : গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, মালিক : পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৫৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭ **এ/সি নং: ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200032**	উল্লেখিত ফ্ল্যাট এর সকল ৩য় তলায়, ফ্ল্যাট নং বি ২ "শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট", হোল্ডিং নং. ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ০৪, জেলা।- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪। পরিমাপ ৬৫৮ বর্গফুট, **শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার -এর নামে আছে।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : ২২.৬৯৫১৯৮, ৮৮.৩৬৯৫৩১ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ১৪.৮১ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৯ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৫.	**ক) শাখা : গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, মালিক : পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৫৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭ **এ/সি নং: ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200033**	উল্লেখিত ফ্ল্যাট এর সকল ৪র্থ তলায় ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং সি১ "শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট", হোল্ডিং নং. ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ০৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪। পরিমাপ ৪৫৫ বর্গফুট, **শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার -এর নামে আছে।** **সম্পত্তিরমানচিত্র অবস্থান : ২২.৬৯৫১৯৮, ৮৮.৩৬৯৫৩১ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ১০.২৪ লক্ষ টাকা খ) ১.০৩ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৬.	**ক) শাখা : গড়িয়াহাট** **খ) মেসার্স টি.এক্স. টেক্সটাইল, মালিক : পূর্ণিমা সরকার** **গ) পূর্ণিমা সরকার** ৩৯, এস.এন. পাল স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৫৭, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৭ **এ/সি নং: ০০৯২২৫০৫২৭৮৪২** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200034**	উল্লেখিত ফ্ল্যাট এর সকল ৪র্থ তলায় ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং সি৪ "শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট", হোল্ডিং নং. ৪৮, নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পানিহাটি পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ০৪, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১৪। পরিমাপ ৪৮৮ বর্গফুট, **শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার -এর নামে আছে।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : ২২.৬৯৫১৯৮, ৮৮.৩৬৯৫৩১ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৪.০২.২০১৯ খ) ১,০৪,৫৬,৮২২.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৪.০৪.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ১০.৯৮ লক্ষ টাকা খ) ১.১০ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৭.	**ক) মূল শাখা : গোলপার্ক (০৩৭৪২০)** **খ) মেসার্স গঙ্গা ইলেকট্রিক্যালস কোং, স্বত্বাধিকারী- সমীর দে,** ১এ, কুন্ডু লেন, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৫। **গ) শ্রী সমীর দে,** পিতা- শ্রী, মাধব দে, প্রেমিসেস নং ২০৬(১৫৭), এস.সি.এম রোড, সিরুঘাট, বৈদ্যবাটি, থানা- শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন-৭১২ ২২২ **এ/সি নং: ০৩৭৪৩০০০১১৫৮৩** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200030**	উল্লিখিত জমি ও বিল্ডিং এর সকল (জমি পরিমাপ ৫.১০ ডেসিমেল এবং বিল্ডিং ১৭৫০ বর্গফুট) বৈদ্য বাটি মৌজায় অবস্থিত, আরএস খতিয়ান নং.৯১৪, জেএল নং.৫, আরএস দাগ নং.৩৪২৩, এলআর দাগ নং.৪২৬৫ ও ৪২৬৩, জমির পরিমাপ - ৩ কাঠা ১ ছটাক ১৭ বর্গফুট, থানা- শ্রীরামপুর, বৈদ্য বাটি পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ড, এসসিএম রোড, বৈদ্য বাটি, হুগলি, **মালিক শ্রী সমীর দে -এর নামে।** **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান : ২২.৭৮৩৮২, ৮৮.৩৩০০৩১ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২৬.১১.২০০৮ খ) ৩১,৫৫,০৮৩.৪৫ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ গ) ০৮.১২.২০১০ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.৫১ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৬ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৮.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রীমতী শিল্পা সরদার ভার্সা এবং শ্রী অরিন্দম সরদার** হালদার ও মন্ডল পাড়া, বাণীবেড়িয়া, মগরাহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৬১০ **এ/সি নং: ০১৪৩৩০০০৩৯৪১৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSILPASARDAR**	তথায় থাকা কাঠামো সহ কমবেশি ৬.৬০ ডেসিমেল মোট এলাকা সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- মাল্টি, জেএল নং ১৯২/১৩৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৬২, এলআর দাগ নং- ২৬১৮, থানা- মগরাহাট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৬১৮-এর অধীনে, নথিভুক্ত বই নং-০১,সিডি ভলিউম নং-১৬২২-২০১৭,পৃষ্ঠা ২৬৯৮৯ থেকে ২৭০০১, এডিএসআর- মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এ যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **উল্লেখিত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে-পার্থ সরদারের জমি দ্বারা, পূর্বে- গোপেশ্বর পালাধির জমি দ্বারা, পশ্চিমে- পার্থ সরদারের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান : ২২.২৮৮৯৮, ৮৮.৪১৪২ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২২.০৩.২০২৩ খ) ১৮,৯৭,৮৩৬.১০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৮.০৬.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ১৩.৬৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৭ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৯.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী অর্পণ বৈদ্য এবং শ্রীমতী নীলিমা বৈদ্য** গ্রাম- জগদীশপুর দেবনাথ পাড়া (ভাগারমোড়), পোঃঅঃ সোনারপুর, কলকাতা, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০ **এ/সি নং: ০১৪৩৩০০০৩৮১৩৭ এবং ০১৪৩৩০০০৩৯৮৩৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBARPANBAIDYA**	গ্রাম- জগদীশপুর, দেবনাথ পাড়া (ভাগাড় মোড় অটো স্ট্যান্ড) -তে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পোস্ট ও থানা - সোনারপুর, কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মৌজা - জগদীশপুর, জেএল নং - ২৫, সিএস খতিয়ান নং - ৮২, আরএস. খতিয়ান নং-৫২/৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৯৭, হাল এলআর খতিয়ান নং -১৬৯৬, সিএস দাগ নং - ৭, আরএস. এবং এল.আর. দাগ নং - ১১, "বাস্তু" জমির পরিমাপ প্রায় ০১ কাঠা ১২ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং - ২০১৭ সালের ১৬০৮০০০৪৬, **শ্রী অর্পণ বৈদ্যের নামে সম্পত্তিটি আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ- নিমাই নস্করের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে-নিমাই নস্করের সম্পত্তি দ্বারা; পশ্চিম- নিকুঞ্জ নস্করের বাড়ি দ্বারা। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান : ২২.৪৭০৯২, ৮৮.৪২২৯৭ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ৩০.০১.২০২৩ খ) ২৩,০৫,৭৯৯.৮৩ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৬.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানী সম্পন্ন)	ক) ১৭.৩৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৪ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১০.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স ওম সাই এন্টারপ্রাইজ মালিক- আনন্দ কুমার মাহাতো** ৪১৬ নতুন দিয়ারা, পোঃ নয়াবাদ কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০ **এ/সি নং: ০১৪৩২৫০০১২২৬৩ এবং ০১৪৩২০আইবি০০০০০০২৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBOMENTERP**	জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ প্রায় ০৭ ডেসিমেল "বাস্তু" জমির সেইসঙ্গে একতলা বিল্ডিং এলাকা ১০০৯ বর্গফুট, হোল্ডিং নং - ৯৫৫, নতুন দিয়ারা, ওয়ার্ড নং-০৩, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার আওতাধীন, থানা- সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০১৫০, মৌজা - কামরাবাদ, জেএল নং ৪১, আরএস নং ০২, আরএস. খতিয়ান নং ১০১, এল.আর. খতিয়ান নং-১৬৯১৯, আর.এস. ও এলআর দাগ নং ৩০১৩, ২০১৬ সালের উপহারের দলিল নং আই-১৬২৯০১৬৯৯, এডিএসআর গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত, **শ্রী আনন্দ কুমার মাহাতোর মালিকানাধীন সম্পত্তি। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রমেশ রাউথের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১২ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, পূর্ব- ১০ ফুট বিস্তৃত পথ এবং চিন্তা দেবী শ'-এর সম্পত্তি, পশ্চিম- শঙ্কর অধিকারীর সম্পত্তি দ্বারা। **সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থান : ২২.৪৭০৯২, ৮৮.৪২২৯৭ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ৩০.০১.২০২৩ খ) ২১,২৮,১৫৪.১২ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৬.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ৩৬.৭২ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৮ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১১.	**ক) মুকুন্দপুর শাখা** **খ) শ্রী মৃন্ময় নস্কর এবং চামেলি নস্কর** ই/৬১, পূর্ব রাজাপুর, সম্মিলনী পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৫ **অ্যাকা. নং: ২২১২৩০০৫০০০০৬** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMRINMAYN**	গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৪০, কমবেশি প্রায় ২ কাঠা ১ ছটাক ২৭ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সলের উপর অংশে এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪৮১, মুকুন্দপুর, মুকুন্দপুর মৌজার অধীনে দাস পাড়া, জেএল নং ৮৪, তৌজি নং ১৫৯, আরএস নং ২২, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০, এল.আর. প্লট নং ২৮/১১৭, থানা- সোনারপুর, খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১৮ সালের দলিল নং আই-৬৭৫২। **সম্পত্তিটি শ্রী মৃন্ময় নস্করের মালিকানাধীন। উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত -** উত্তরে - অম্বিকা হাউজিং সোসাইটি, পূর্বে- প্লট নং ৪, পশ্চিমে- প্লট নং ৬, দক্ষিণে- ২০' ফুট চওড়া দাস পাড়া রোড। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৯০৮৬৫০, ৮৮.৪১১৪০৫০ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১২.০৬.২০২৩ খ) ১৫,৬৭,৩৪৬.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.১৪ লক্ষ টাকা খ) ১.৬২ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১২.	**ক) শাখা: বন্দেল রোড গড়িয়াহাট (২২৫১১০)** **খ) পামেলা সিংহ** ৯/৩বি, গড়িয়াহাট রোড, মুক্তি ওয়ার্ল্ড, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০১৯। **অ্যাকা. নং : ১০৬৯৬০১১০০০৩৪৩** **সম্পত্তি আইডি: PUNBPAMELAS**	৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্টআপ এলাকা ৭০০ বর্গফুট, সম্পত্তিটি প্লট নং ডি/১৫-তে অবস্থিত, ব্লক -ডি এর অধীনে, ২ (দুই) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ৪৩ (তেতাল্লিশ)) বর্গফুট, বা সামান্য কমবেশি, এবং মৌজা - মাদুরদাহ, জে.এল. নং ১২, পরগনা - কলিকাতা, আর.এস. দাগ নং. ৪১১ (অংশ)-এ গঠিত তৌজি নং-২৯৯৮ এর মধ্যে আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৩-এর অধীনে, আর.এস. নং ২১২, আলিপুরে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, থানা , পূর্বে টালিগঞ্জ, তারপর যাদবপুর তারপর কসবা এখন তিলজলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৌর প্রেমিসেস নং ৩০১, হোসেনপুর, কলকাতা - ৭০০১০৭, এবং বর্তমানে পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১০৮, বরো , ১০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসেসি নং ৩১-১০৬-০৪-০৫৮৭-৩-এর অধীনে **মিস পামেলা সিংহ এর মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে - ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে - প্লট নং ১৮ দ্বারা, পশ্চিমে - ১৪ নং প্লট দ্বারা, দক্ষিণে - প্লট নং ৮ দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৫০৬৫৯, ৮৮.৪০৬০৩ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৬.০৬.২০২৩ খ) ১৬,৫০,০৫৫.১৩ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৫.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৯.৫২ লক্ষ টাকা খ) ১.৯৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৩.	**ক) শাখা- টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০)** **খ) মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- অমল বিশ্বাস** মল্লিকপুর উত্তর হিন্দু পাড়া, বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৪৫। **অ্যাকা. নং: ০৬৭৫২১০৩০৫৯১৪ এবং ০৬৭৫৩০০০১৩০৫৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBBISWASENT**	তথায় বিল্ডিং সহ কমবেশি ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মল্লিকপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১০, আরএস নং ১২, তৌজি ২৫০, আরএস নং ৫২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা- বারুইপুর, ২০১১ সালের বিক্রয় দলিল নং আই-৬৩৮৯ অনুসারে **অমল বিশ্বাসের মালিকানাধীন। উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ২০' প্রশস্ত রোড দ্বারা, উত্তরে- প্লট নং ৩৪ এর জমি, পূর্বে- পাঁচঘড়া মৌজার জমি, পশ্চিমে - প্লট নং ৩২ এর জমি দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪৩৯০২৫, ৮৮.৪৩৯০২৫ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২০.০৭.২০২১ খ) ৩৪,৫৫,১১৭.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৭.১০.২০২১ ঘ) বাস্তবিক দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ৪২.১৩ লক্ষ টাকা খ) ৪.২১ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৪.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী বিপ্লব পানুইয়া** শিতলা পশ্চিম, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০। **অ্যাকা. নং: ০১৪৩৩০০০৪০৯৩৮** **সম্পত্তি আইডি: PUNBBIPLABPAN**	"সৃষ্টি হাইট" নামক বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৭৮ বর্গফুট পরিমাপের ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা - মানিকপুরে অবস্থিত, জেএল - ৭৭, আরএস-২২৬, তৌজি-৪১২, পরগনা - মাগুরা, আরএস ও এলআর দাগ নং ৫৪, আরএস খতিয়ান ৪৪৯ এবং ৫৭৩ সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান ২২৩৮, ২২৩৯ এবং ২২৪০, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ , হোল্ডিং নং ২৮২, সুভাষ ব্লক, থানা - সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা -৭০০ ১৪৮, ২০১৮ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স আই-১৬০৮-০২৭৬২, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৬০৮-২০১৮, পৃষ্ঠা ৬২৪১৮ থেকে ৬২৪৫৩ তে নিবন্ধিত **শ্রী বিপ্লব পানুইয়া এর নামে। জমির প্রেমিসেসটি যথাযথভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - দ্বিজেন্দ্র লাল হালদার, দক্ষিণ - অন্যের জমি, পূর্ব - হরিণাভী মৌজা, পশ্চিম - ১২ ফুট প্রশস্ত রোড দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: ২২.৪১৫১১৬, ৮৮.৪১৫০৬৪ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ২৫,৮৯,৬৩৮.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৪.০১.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ২৪.৩৫ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৪ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে **০৫.১০.২০২৩ তারিখ ক্র.নং (০১-১০) এবং ১৯.১০.২০২৩ (ক্র. নং ১১-১৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টোর মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫. সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে **০১.১০.২০২৩ এবং ১৭.১০.২০২৩ তারিখে।**
৬. সম্পত্তির অবস্থানের জন্য, গুগল মানচিত্র খুলুন এবং সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানে প্রদত্ত স্থানাঙ্কগুলি টাইপ করুন : উদাহরণস্বরূপ, ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৮০

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩ / স্থান: কলকাতা — চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

‘ইন্ডিয়া’ ধ্বংস করতে চায় সনাতন ধর্মকে

মধ্যপ্রদেশে বিরোধী জোটকে আক্রমণ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর: বিধানসভা ভোটের আগে আবার মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্ত রবিদাসের মন্দিরের শিলান্যাসের পরে এ বার শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে। বৃহস্পতিবার বীনা জেলার পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প-সহ মোট ১০টি শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। আর সেই সঙ্গেই কার্যত আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করেন। বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র বিরুদ্ধে সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘ওরা দেশকে হাজার বছরের দাসত্বের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে।’

চলতি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের উদ্বোধনে যোগ দিতে গিয়ে মোদি বিরোধী জোটকে ‘ঘমন্ডিয়া’ (অহঙ্কারী) বলে খোঁচা দেন। তিনি বলেন, ‘ঘমন্ডিয়া জোট সম্প্রতি মুম্বইয়ে বৈঠক করেছে। তাদের না আছে কোনও নীতি, না কোনও কর্মসূচি, না কোনও নেতা। তাদের সনাতন ধর্মকে আঘাত করার গোপন ছক রয়েছে। সনাতন ধর্মকে তারা ধ্বংস করতে চায়।’

সনাতন ধর্মকে অপমান করার অভিযোগে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতা-নেত্রীরা। এই আবহে মোদি যে ভাবে, পুরো বিষয়টিকে সুকৌশলে ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কারণ, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, কংগ্রেসের কমল নাথ, কেসি বেনুগোপালের মতো ‘ইন্ডিয়া’র নেতারা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে বলেছেন, কোনও ধর্মের প্রতি অবমাননা তাঁরা সমর্থন করেন না।

গত ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স’)-র আত্মপ্রকাশের পরেই অবশ্য ধারাবাহিক ভাবে খোঁচা দিয়ে চলেছেন মোদি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নামমাহাত্ম্যের জেরে বিরোধী শিবির জাতীয়তাবাদে ভাগ বসাতে পারে বুঝেই মোদি বলেছিলেন, জঙ্গি সংগঠন ‘ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন’ এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ‘পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া’-র নামেও ‘ইন্ডিয়া’ রয়েছে।

স্ক্রাব টাইফাসের হানায় ওডিশায় ৫ সিমলাতে ৯ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর: করোনা, নিপা ভাইরাসের পর এবার স্ক্রাব টাইফাসের আতঙ্ক। একাধিক রাজ্যে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই দুই রাজ্যে একাধিক আক্রান্তের মৃত্যুও হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওডিশায় স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে পাঁচজনের মত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশেও কমপক্ষে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে স্ক্রাব টাইফাস সংক্রমণে।

ওডিশার বরগড় জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সাধু চরণ দাস জানান, রাজ্যে স্ক্রাব টাইফাস সংক্রমণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তরা সকলেই বরগড় জেলার বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে দুইজন সোহেলা ব্লকের বাসিন্দা ও বাকি তিনজন আট্টাবিরা, ভেদেন ও বারপালির বাসিন্দা। আক্রান্তরা সকলেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, চলতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে মোট ১৪২টি নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর মধ্যে চারজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আক্রান্তরা সকলেই চিকিৎসাধীন এবং তারা সুস্থ রয়েছেন। অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের সিমলাতেও স্ক্রাব টাইফাস সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এখনও অবধি নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও অবধি ২৯৫ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।

২৪ ঘণ্টায় তাইওয়ানে ৬৮টি চিনা যুদ্ধবিমানের অনুপ্রবেশ, চড়ছে উত্তেজনার পারদ

তাইপেই সিটি, ১৪ সেপ্টেম্বর: সামরিক মহড়ার তীব্রতা বাড়াচ্ছে চিন। গত ২৪ ঘণ্টায় তাইওয়ানের সীমান্তে মোট ৬৮টি চিনা যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ফলে ক্রমশই উত্তেজনার পারদ চড়ছে দু'দেশের মধ্যে। বেজিংকে জবাব দিতে প্রস্তুত তাইপেই। বুধবার ও বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাইওয়ান সীমান্তে সব মিলিয়ে মোট ৬৮টি যুদ্ধবিমান উড়িয়েছে চিনের লাল ফৌজ। এর মধ্যে ৪০টি বিমান বুধবার সকালে তাইওয়ানের ‘এয়ার ডিফেন্স জোনে’ ঢুকে পড়ে। এমনকী দশটি চিনা রণতরীও শনাক্ত করেছে তাইপেই প্রশাসন।

এ বিষয়ে চিনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে ৬৮টি চিনা যুদ্ধবিমান তাইওয়ানের সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তাইওয়ানের নিরাপত্তাবাহিনী গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। সেনাবাহিনীর নিজস্ব বিমান পাঠানো হয়েছে। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চিন ও তাইওয়ানের মধ্যে বহুদিন ধরে চলছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। গত তিন বছরে এই লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্রটিকে নিজেদের দখলে আনতে মরিয়া চিন। এর আগেও বহুবার তাইওয়ানের সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে চিনের ফৌজ। কিন্তু ‘ড্রাগন’কে এক চুল জমিও ছাড়তে নারাজ তাইওয়ান। ফলে চাপানউতোর বেড়েই চলেছে দু'দেশের মধ্যে। এই সংঘাতে তাইওয়ানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। যা নিয়ে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে জিনপিং প্রশাসন। এখন তাইওয়ানের আকাশ জুড়ে ক্রমশ ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ।

প্রসঙ্গত, চিনের আগ্রাসান রুখতে প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাইওয়ান যে বাজেট পেশ করেছে তার পরিমাণ ১৯০ কোটি মার্কিন ডলার। বিপুল অর্থের বাজেট প্রসঙ্গে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন বলেছেন, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাইওয়ান নিজেদের আরও শক্তিশালী করবে। শক্তিশালী প্রতিরক্ষার দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সহযোগিতা প্রয়োজন। চিনের বিরুদ্ধে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের উন্নতিতে লেগে পড়েছে তাইওয়ান। তৈরি করা হচ্ছে সাবমেরিনও।

ঢাকার কৃষি মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মহম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। ইতিমধ্যেই আগুনে পুড়ে ছাই শত শত দোকান। আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি ইউনিট। ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে পুড়ছে পুরো মার্কেট। তবে জলের সমস্যায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলেও এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রয়েছে। আরও কয়েক জায়গায় হালকা হালকা আগুন জ্বলছে।

বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ রাজধানী ঢাকার মহম্মদপুরের কৃষি মার্কেটে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে একে একে দমকলের ১৭টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ২০টি সোনার দোকান-সহ পাঁচশোটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০০-২৫০ কোটি টাকা। আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। জানা যাচ্ছে; মার্কেটের ডান পাশের অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত। পরে পুরো মার্কেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এখন এ মার্কেটের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

অনন্তনাগে দুই লস্কর জঙ্গিকে ‘কোণঠাসা’ করল সেনা

শ্রীনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর: লস্কর-ই-তইবার দুই জঙ্গিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ‘অপারেশন’ শুরুর পরই এমনই দাবি করল সেনা। অনন্তনাগের কোকেরনাগের কাছে জঙ্গলে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল বুধবার। জঙ্গিদের গুলিতে সেনার এক কর্নেল, মেজর এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এক ডিএসপির মৃত্যুর পর অভিযান সাময়িক ভাবে স্থগিত করা হয়।

সেনা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর হতেই আবার অভিযান শুরু করে সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। এক জঙ্গিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে সেনা। এক সেনা আধিকারিক জানিয়েছেন, যে দুই জঙ্গি সেনার উপর হামলা চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে এক জন উজেইর খান। সে কোকেরনাগেরই বাসিন্দা। ২০২২ সালে লস্কর-ই-তইবায় যোগ দেয় উজেইর। এই জঙ্গি এবং তার সঙ্গীকে ঘিরে ফেলতেই বৃহস্পতিবার সকালেও সেনার সঙ্গে গুলির লড়াই হয়।

কোকেরনাগে লস্কর জঙ্গিরা জড়ো হচ্ছে, এই খবর পেয়ে গত চার সপ্তাহ ধরে গোটা অনন্তনাগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহনী। বুধবার কোকেরনাগের কাছে গারুলের জঙ্গলে দুই জঙ্গির আত্মগোপন করার খবর পেয়েই সেখানে অভিযানে গিয়েছিল যৌথবাহিনী। দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে দুই সেনাকর্তা এবং এক পুলিশকর্তার মৃত্যু হওয়ায়, তা ছাড়া অন্ধকার নেমে আসায় অভিযান সাময়িক স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল।

তবে বৃহস্পতিবার সকাল হতেই আবার অভিযান শুরু হয়। সেনার একটি সূত্রের দাবি, যে জঙ্গিরা হামলা চালিয়েছে তারা নিষিদ্ধ সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট (টিআরএফ)-এর সদস্য। টিআরএফ হল পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার ছায়া শাখা।

কেরলে নিপা আক্রান্ত ৫ জন

তিরুঅনন্তপুরম, ১৪ সেপ্টেম্বর: ক্রমেই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে নিপা ভাইরাস। বুধবারই কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, নতুন করে একজনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে রাজ্যের কোঝিকোড়ে। যার ফলে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫। তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন ৭০৬ জন। যাঁদের মধ্যে ১৫৩ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও ৭৭ জন রয়েছেন হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। আগেই ‘নিপা অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে কোঝিকোড়ে। কেরলের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, তারা পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের সকলের নিপা টেস্ট করানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, কোঝিকোড়ে এর আগেও নিপা ভাইরাসের দৌরাত্ম্য দেখা দিয়েছে।

কিম ও পুতিনের বৈঠক নিয়ে নিন্দা আমেরিকার, পাল্টা উত্তর দিল রাশিয়া

মস্কো, ১৪ সেপ্টেম্বর: রাশিয়া কীভাবে কাজ চালাবে, সেই বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার অধিকার নেই আমেরিকার। বৃহস্পতিবার বিবৃতি প্রকাশ করে এইভাবেই আমেরিকাকে তোপ দাগলেন রুশ রাষ্ট্রদূত আনাতোলি অ্যান্তোনোভ। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উনের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের পরেই রাশিয়ার তুমুল নিন্দা করে আমেরিকা। সেই মন্তব্যের পালটা দিতেই এহেন মন্তব্য রুশ রাষ্ট্রদূতের। প্রসঙ্গত, চার বছর পরে রাশিয়া সফরে গিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান।

বুধবার বৈঠকে বসেছিলেন দুই দেশের প্রধান। আমেরিকার অনুমান, এই বৈঠকেই অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিম ও পুতিনের মধ্যে। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালীন বিশাল মাপের অস্ত্র রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে পারে উত্তর কোরিয়া। যদিও দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে কোনও চুক্তি হয়েছে কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে আমেরিকার তোপের মুখে পড়েছে পুতিনের প্রশাসন।

কিমের সঙ্গে বৈঠকের পরেই আমেরিকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত তোপ দেগে বিবৃতি প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, আমরা কীভাবে কাজ করব, সেই নিয়ে জ্ঞান দেওয়ার অধিকার নেই আমেরিকার। বরং রাশিয়ার উপরে যে সমস্ত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে, সেগুলো আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া উচিত তাদের। বিশ্বের নানা প্রান্তে যেভাবে একচেটিয়া আধিপত্য দেখাতে চাইছে আমেরিকা, সেটাও বেশিদিন টিকবে না।

প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সবরকমভাবে নিঃশর্ত সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। একই সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন পিয়ংইয়ংয়ে যাওয়ার জন্য। কিমের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন পুতিন। যা থেকে ওয়াকিবহাল মহল নিশ্চিত, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তির আদানপ্রদানের মাধ্যমে আগামিদিনে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for **9 Nos mouza Construction Of Soak Pit and SI LT Chamber (Rs29939 Per Soak Pit and SI LT Chamber)** vide NIT No. 280, dated 13/09/2023 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cessare Rs.1616706/-508963/- 598780/-658658/-658658/-1197560/- 1167621/-89817/-239512/-, respectively. The period of bid submission is 10 AM of 13 th september2023 to 6:00 PM of 5 th september 2023. Tender opening 09/10/2023.
S/D Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

Govt. of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING eQUOTATION
e-Quotation is invited by the Managing Director, West Bengal State MinorIrrigation Corporation Limited (A Govt. of West Bengal Undertaking) againstTender Ref. No.03/ 2023-24/MD/WBSMICL for Engagement of Tax Consultant on Contractual basis for the period of one year from 01.10.2023 to 30.09.2024.Last Date & Time of submission of online bid: **25.09.2023 up to 1 PM.**
For details please visit
www.wbtenders.gov.in
Tender ID: 2023_WBMIC_569150_1
Sd/-
Managing Director
WBSMICL

সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে
শ্যামা আয়রন অ্যান্ড অ্যালয়স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস :- ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯, ভারত
(CIN : U27109WB1997PTC084572) লিকুইডেটর : শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৩.১০.২০২৩, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি সহ)

এতদ্বারা মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা কর্তৃক ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের আদেশবলে নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **শ্যামা আয়রন অ্যান্ড অ্যালয়স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** লিকুইডেশন এস্টেট অধীনে অংশ বিক্রির জন্য। লিকুইডেটর কর্তৃক সম্পদ বিক্রি করা হবে নিম্নোক্ত ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://eauctions.co.in**।

ব্লক	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টা)	বায়না জমা পরিমাণ (টা)	বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টা)
ক	আদায়যোগ্য পণ্য লেনদেন	৪৫০	২০	২৫
খ	বিনিয়োগ	৫০	৫	৫

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে
১. **বায়না জমা দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ১১.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
২. **উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ২৯.০৯.২০২৩ বিকেল ৪টা পর্যন্ত**
৩. পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা **মেসার্স লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রা. লি.** কর্তৃক ‘‘যেখানে যেমন আছে”, ‘‘যেখানে যা আছে”, ‘‘যেখানে যে অবস্থায় আছে” এবং ‘‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত” নিলাম সম্পাদিত হবে।
৪. ই-নিলাম প্রক্রিয়া মেমোরান্ডাম তারিখ ১৪.০৯.২০২৩ ই-নিলাম প্রক্রিয়া সম্পর্কিত এবং সম্পদের বিস্তারিত, অনলাইন ই-নিলাম ডাক ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার ফর্ম, অনলাইন ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট **https://eauctions.co.in** এবং লিকুইডেটরের **liquidator.subhlabh@ gmail.com** ই-মেল করে সংগ্রহ করা যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া মেমোরান্ডাম উক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে নিলাম বিক্রয়ের জন্য চূড়ান্ত নথি হিসেবে আইনি এবং বাণিজ্যিক নিয়ম শর্তাদি হিসেবে গণ্য হবে।
৫. ই-নিলাম বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :-
শ্রী উত্তম টেকরিওয়াল **+ ৯১ -৯৮৩১৯১৩৫৬৯ E-mail liquidator.shyamairon@gmail.com**
উত্তম টেকরিওয়াল
স্থান : কলকাতা **লিকুইডেটর - শ্যামা আয়রন অ্যান্ড অ্যালয়স প্রা. লি.**
তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩ আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-001/IP-P02192/2020-2021/13365

NIT No. SFDC/MD/NIT-21(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender for the works **‘Modernisation and upgradation of existing fishing harbour at Fresergunj’**. Bid submission end date on **09/10/2023 up to 2.00 p.m.** Technical Bid opening date on **11/10/2023 at 2.00 p.m.**
For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q.No. : UKM/003(e)/ 2023-24 dt.14-09-2023
1.Supply fitting fixing and Commissioning sensor based flat back urinals (30 Nos.) and removing old flat back urinals at different Building under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date – **30.09.2023 up to 5:00pm.** For Details:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

Gotistha Gram Panchayat
Mongalkote Panchayat Samity
Mongalkote, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-NIT No: GGP-432/2023
(Sl. No. 1-2), Date: 15.09.2023
e-Tender ID:
2023_ZPHD_569306_1 to 2
Bid Submission Start Date (Online): **15.09.2023 from 11:00 AM onwards.** Bid Submission Closing Date (Online): **22.09.2023 up to 06:00 PM.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Gotistha Gram Panchayat

Gotistha Gram Panchayat
Mongalkote Panchayat Samity
Mongalkote, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-NIT No: GGP-433/2023
(Sl. No. 1-4), Date: 15.09.2023
e-Tender ID:
2023_ZPHD_569410_1 to 4
Bid Submission Start Date (Online): **15.09.2023 from 11:00 AM onwards.** Bid Submission Closing Date (Online): **22.09.2023 up to 06:00 PM.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Gotistha Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
Ref. NIeT No: 332/SBM(G)/2023-24, Date: 07.09.2023 (Sl. 01&02)
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in**
Documents Download Date: From **08.09.2023** to **18.08.2023** up to **02:00 PM.** Bid Submission Date: **08.09.2023** to **18.09.2023** up to **04:30 PM.** Date of Technical Bid Opening: **21.09.2023** at **02:00 PM.**
Sd/-, Executive Officer
Chinsurah-Mogra Panchayet Samity

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-45/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_568672_1 **(2)** Tender ID No. 2023_ADDA_568703_1 (3) Tender ID No. 2023_ADDA_568750_1 **(4)** Tender ID No. 2023_ADDA_569004_1 **(5)** Tender ID No. 2023_ADDA_569013_1 **(6)** Tender ID No. 2023_ADDA_569027_1 **(7)** Tender ID No. 2023_ADDA_569043_1 **(8)** Tender ID No. 2023_ADDA_569058_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil), ADDA, Durgapur. **Sd/- Exe.Engr(C), ADDA, Durgapur**

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 04)
e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 419/Bijur-II/2023, Date: 14.09.2023** for 09 (Nine) nos. schemes such as **5 nos. Construction of Cement Concrete Road & 4 nos. Drain with Cover** under **15th FC (Untide & Tide) Fund.** Bid Submission Start Date: **15.09.2023 from 11:00 AM.** Bid Submission End Date: **22.09.2023 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **25.09.2023 & 26.09.2023 from 11:00 AM** respectively. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

ফর্ম জি
ড্রিমভ্যালি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
তালিকাভুক্ত মজুত বিনিয়োগ এবং পরিচালন, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এজে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U45208WB2009PTC133164
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এ. জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : dreamvalley.cirp@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : dreamvalley.cirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১০ অক্টোবর, ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫ অক্টোবর, ২০২৩
১৩.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	dreamvalley.cirp@gmail.com

নীরজ কেজরিওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
এএফএ বৈধ ০৯.১০.২০২৩ পর্যন্ত
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম ৬ এম, ফুলবাগান, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৫৪
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
অপটেক রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U68100WB1993PTC061052) রেজিস্টার্ড অফিস **উতালিকা লাক্সারি কন্ডোভিল, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪০৫, চারথুরতি, বরখোলা, মুকুন্দপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৯, ভারত** সম্পর্কিত।
.... (দরখাস্তকারী)
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **‘‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য”** থেকে **‘‘এনসিটি দিল্লিতে”** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে : **উতালিকা লাক্সারি কন্ডোভিল, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪০৫, চারথুরতি, বরখোলা, মুকুন্দপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৯, ভারত**
এবং শ্রী বিজয় কুমার শর্মা এবং শ্রীমতি অরপনা নাসা প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিস, ভিএস অ্যাসোসিয়েটস, এ-৫২, লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর, নির্মাণ বিহার, দিল্লি - ১১০০৯২ ঠিকানায়।
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
অপটেক রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
সুমিত মিত্তাল
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৭০২৩৬৭

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণা চলতি সপ্তাহেই

বিশ্বকাপের আগে চিন্তা সেই এক জনকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে আবার ভারতীয় দলে চোট সমস্যা। পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে খেলেননি শ্রেয়স আয়ার। শুক্রবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না তা বোঝা যাবে বৃহস্পতিবার ঐচ্ছিক অনুশীলনের পর। চলতি সপ্তাহেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ়ের দল নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই সিরিজ়ে শ্রেয়সকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

দীর্ঘ দিন পরে চোট সারিয়ে ফিরেছেন শ্রেয়স। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান এবং নেপালের বিরুদ্ধে খেললেও সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচের আগে আচমকাই চোট পান। পরিবর্ত হিসাবে নেমে কেএল রাহুল শতরান করেন। শ্রেয়সকে দলে ফেরানো হলে বসতে হবে ঈশান কিশনকে।

ভারতীয় দল সূত্রে খবর, শ্রেয়সের পিঠের কিছুটা অংশ শক্ত হয়ে রয়েছে। ফলে ফিল্ডিংয়ের সময় নড়াচড়া করতে অসুবিধা হতে পারে। তবে খুব গুরুতর চোট হিসাবে ধরা হচ্ছে না।

শুক্রবার বাংলাদেশ ম্যাচের দিন বা রবিবার ফাইনালের আগেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়ের দল ঘোষণা হতে পারে। বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলের মধ্যে রয়েছেন শ্রেয়স। যাঁরা সেই দলে রয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগকেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়ে খেলিয়ে দেখে নেওয়া হবে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়ে শ্রেয়স খেলতে না পারলে বিশ্বকাপের আগে কোনও রকম প্রস্তুতিই হবে না তাঁর।

রাহুলের ফিটনেস নিয়ে অবশ্য আর জল্পনা নেই। সুপার ফোরের দুটি ম্যাচেই তিনি ভাল ফর্মে ছিলেন। উইকেটকিপিং ছাড়াও ঈশান এখন ফিল্ডার হিসাবেও ভাল খেলছেন। ফলে শ্রেয়সের বিকল্প রয়েছে। কিন্তু ব্যাট হাতে সমান দক্ষ কাউকে এত দ্রুত খুঁজে পাওয়া মুশকিল বলেই দলের সূত্রের খবর।

প্রত্যাবর্তন করেই বাজিমাত

কপিল, ডিভিলিয়ার্সকে পিছনে ফেলে নজির বেন স্টোকসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সবে অবসর ভেঙে এক দিনের ক্রিকেটে ফিরেছেন। কয়েকটি ম্যাচ যেতে না যেতেই নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন বেন স্টোকস। বুধবার নিউ জ়ল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসাধারণ শতরান করেছেন তিনি। ১২৪ বলে ১৮২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। সেই ইনিংসের জেরে একাধিক নজির গড়ে ফেললেন স্টোকস।

এক দিনের ক্রিকেটে যে কোনও ইংরেজ ব্যাটার হিসাবে সর্বোচ্চ রান করলেন তিনি। ভেঙে দিলেন জেসন রয়ের নজির। ২০১৮-য় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রয়ের ১৮০-ই এত দিন ছিল সর্বোচ্চ। তার আগে ২০১৬-য় অ্যালেক্স হেলস ১৭১ রান করেছিলেন।

এক দিনের ক্রিকেটে চার নম্বর বা তার নীচে নেমে কোনও ব্যাটারের করা সর্বোচ্চ রানের তালিকায় এটি দ্বিতীয় স্থানে। অল্পের জন্য ভিভ রিচার্ডসের নজির ভাঙতে পারেননি স্টোকস। ভিভ ১৮৯ রান করেছেন চার নম্বরে নেমে। ১৮১ রানের একটি ইনিংসও রয়েছে, যা রয়েছে স্টোকসের ইনিংসের নীচেই। তবে এই নজির গড়তে গিয়ে এবি ডিভিলিয়ার্স (১৭৬), কপিল দেবকে (১৭৫) টপকে গিয়েছেন স্টোকস।

ওপেনার না হয়েও এক দিনের ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নিরিখে ছ'নম্বরে উঠে এসেছেন স্টোকস। বিরাট কোহলি এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে টপকাতে পারেননি। দু'জনেই ওপেনার না হয়েও ১৮৩ রানের ইনিংস খেলেছেন। শীর্ষে জ়িম্বাবোয়ের চার্লস কভেন্ট্রি, যাঁর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৯৪ রানের ইনিংস রয়েছে।

ইংল্যান্ডের মাটিতে এক দিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের নিরিখে স্টোকসের ইনিংস রয়েছে চার নম্বরে। ভিভ রিচার্ডস, মার্টিন গাপ্টিল এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরেই রয়েছেন তিনি।

আরও চার জনকে বিশ্বকাপের বিশেষ টিকিট দেওয়ার দাবি জানালেন গাওস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের আগে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় বোর্ড (বিসিসিআই)। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 'গোল্ডেন টিকিট' দিয়ে ম্যাচ দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তারা। ইতিমধ্যেই অমিতাভ বচ্চন এবং সচিন তেন্ডুলকরকে সেই টিকিট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নেপথ্যে থেকে দেশকে গর্বিত করার কাজ যাঁরা করে যাচ্ছেন, সেরকম আরও ৪ জনকে সেই টিকিট দেওয়ার দাবি তুলেছেন সুনীল গাওস্কর।

একটি কলামে গাওস্কর লিখেছেন, তআমি জানি না বোর্ডের তালিকায় আর কারা কারা রয়েছে। তবে আশা করা যায় ইসরোর অধিকর্তা, যাঁর অধীনে ভারত চাঁদে পা রেখেছে, তাঁকেও এই টিকিট দেওয়া হবে। ভারতের হয়ে যাঁরা খেলেছেন তাঁদের সবাইকে এই টিকিট দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু যে রাজ্য সংস্থার মাঠে ম্যাচগুলো হবে তারা যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সেরা ক্রিকেটারদের মাঠে আমন্ত্রণ জানায় তা হলে খুবই ভাল হবে।

তবে গোল্ডেন টিকিট দু'জনকে অবশ্যই দেওয়া দরকার বলে মনে করেন গাওস্কর। তিনি লিখেছেন, তগোল্ডেন টিকিট পাওয়ার যোগ্য হিসাবে সবার আগে রয়েছে দু'জন। কপিল দেব এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারতের দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। এ ছাড়া অলিম্পিক্সে এবং বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়াকেও দেওয়া উচিত।

এই গোল্ডেন টিকিট যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই বোর্ডের আমন্ত্রিত অতিথি। অর্থাৎ মাঠে খেলা দেখতে এলে প্রত্যেকেই ভিআইপির মর্যাদা পাবেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই এই টিকিট দেওয়া হচ্ছে।

মহমেডানের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র, তবু ১ ম্যাচ আগে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে উঠতে গেলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে অন্তত ১ পয়েন্ট পেতে হত মোহনবাগানকে। তবে ১ নয়, ৩ পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যেই নেমেছিল সবুজ-মেরুন। ম্যাচ প্রায় জিতেও গিয়েছিল তারা। কিন্তু সংযুক্তি সময়ের শেষ দিকে মহমেডানের হয়ে গোল করে ম্যাচ ড্র করেন বাগানের প্রাক্তন ফুটবলার শেখ ফৈয়াজ। ম্যাচ ড্র হলেও অবশ্য সুপার সিক্সে যেতে সমস্যা হল না মোহনবাগানের। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই পরের রাউন্ডে চলে গেল তারা।

শুরু থেকেই আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের খেলা চলছিল। গ্রুপ এ-তে পয়েন্ট তালিকায় সবার উপরে রয়েছে মহমেডান। তাই তারাও পিছিয়ে ছিল না। প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যে বেশি সুযোগ তৈরি করে তারা। ২০ মিনিটে এগিয়েও যায় সাদা-কালো ব্রিগেড। গোল করেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা। চলতি মরসুমে ভাল ছন্দে রয়েছেন ডেভিড। সেটা এই ম্যাচেও দেখা গেল।

চার মিনিট পরেই আবার গোল করার জায়গায় চলে যায় মহমেডান। এ বার দলের পতন রোধ করেন রাজ। গোললাইন সেভ করেন বাগানের ফুটবলার। ২৭ মিনিটে সমতা ফেরানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করেন কিয়ান নাসিরি। ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারেননি তিনি। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় বাগান। তার ফলও মেলে। বক্সের ডান দিকে উঁচু বল বুকে ধরে নামান কিয়ান। তার পরে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। সমতা ফেরায় সবুজ-মেরুন। গোল দিয়ে আক্রমণ আরও বাড়ায় মোহনবাগান। ৮০ মিনিটের মাথায় বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন টাইসন সিংহ।

ম্যাচের বাকি সময়ে আক্রমণ করেও গোলের মুখ খুলতে পারছিল না মহমেডান। দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাচ জিতে পরের রাউন্ডে যাবে তারা। কিন্তু ৯৭ মিনিটের মাথায় হেডে গোল করে সমতা ফেরান ফৈয়াজ। ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র হয়।

এই ম্যাচের পরে গ্রুপ এ-র শীর্ষে মহমেডান। ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট তাদের। দ্বিতীয় স্থানে ডায়মন্ড হারবার। ১১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৬। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে মোহনবাগান। কালীঘাটের পয়েন্ট ২৪ হলেও গোল পার্থক্যে চার নম্বরে তারা। মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে। দু'দলেই সুপার সিক্সে পৌঁছে গিয়েছে। তবে শেষ ম্যাচ জিতলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে পরের রাউন্ডে যাবে বাগান।

ফ্রান্সকে হারিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন জার্মানির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে থাকা জার্মানি যেন পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেল! মঙ্গলবার ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ঘরের মাঠে তারা ২-১ গোলে হারাল ফ্রান্সকে। গোল করলেন অভিজ্ঞ টমাস মুলার ও লেরয় সানে। ফ্রান্সের হয়ে গোল করেছেন আঁতোয়ান গ্রিজম্যান।

গত সপ্তাহে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে জাপানের কাছে ১-৪ গোলে হারের পরে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোচ হান্সি ফ্লিক-কে। এই মুহূর্তে দলকে দেখছেন প্রাক্তন তারকা রুডি ফোলার। ম্যাচের পরে তিনি বলেছেন, ''নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নেমেছিল দল এবং প্রত্যেকেই মাঠে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলেছে।''

ম্যাচের চার মিনিটে গোল করেন টমাস মুলার। দ্বিতীয় গোল ৮৭ মিনিটে। কাই হাভার্ৎজ়ের বাড়ানো বল ধরে গোল করেন লেরয় সানে। তার দু'মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি থেকে গোল করেন গ্রিজম্যান। মঙ্গলবারের ম্যাচে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে।

ফ্লিকের উত্তরসূরি হিসেবে কে আসবেন? জার্মানির সংবাদমাধ্যমের খবর, দুই প্রাক্তন তারকা ফিলিপ লাম এবং বাস্তিয়ান সোয়েনস্টেইগার। তা ছাড়াও বায়ার্নের প্রাক্তন ম্যানেজার ইউলিয়ান নাগলস্‌ ম্যানকেও জাতীয় দলের কোচ নিয়োগ করার ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানান ফোলার।

অন্য ফ্রেন্ডলিতে ইংল্যান্ড ৩-১ হারিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। ইংল্যান্ডের গোলদাতা ফিল ফোডেন (৩২ মিনিট), জুড বেলিংহ্যাম (৩৫ মিনিট) ও হ্যারি কেন (৮১ মিনিট)।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বোলারই এখন এশিয়া কাপে অস্ত্র পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন নাসিম শাহ। তাঁর বদলে পাকিস্তান যাঁকে নিয়েছে, সেই জ মান খান এখনও কোনও প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি। তবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দেশের হয়ে ছ'টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নামার আগে তিনিই পাকিস্তানের অন্যতম অস্ত্র। এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মীরপুরে জন্ম জ মানের। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন ছাড়েননি। কাশ্মীর লিগে রাওয়ালকোট হকসের হয়ে খেলে সবার নজরে আসেন। সম্প্রতি কানাডা এবং শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি লিগে খেলেছেন তিনি। কিন্তু এখনও প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলতে পারেননি।

নাসিমের ছিটকে যাওয়ার দিনেই পাকিস্তান জানিয়েছিল যে দলে জমানকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে দল নামবে সেই দলে পাঁচ জনকে বদলে দেওয়া হয়েছে। চোটের কারণে হ্যারিস রউফ এবং আঘা সলমনকেও পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া, খারাপ ফর্মের কারণে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ফখর জমান এবং ফাহিম আশরফকে।

পাক বোর্ড জানিয়েছে, ফখরের বদলে মহম্মদ হ্যারিস এসেছেন দলে। সলমনের জায়গায় খেলবেন সাউদ শাকিল। রউফের জায়গা নিয়েছেন মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র। আশরফ যাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছিলেন, সেই মহম্মদ নওয়াজ আবার দলে ফিরেছেন।

শোনা যাচ্ছে, রউফের চোটের অবস্থাও ভাল নয়। তাঁকে সর্ব ক্ষণ নজরে রাখছে পাকিস্তানের চিকিৎসক দল। কিন্তু দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি বা এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন এমন ঘোষণাও করা হয়নি। তবে ঝুঁকি নিয়ে আগামী দিনে তাঁকে খেলানো হবে কি না, সেটাই দেখার।

লক্ষ্মীপুজোয় আইএসএলের কলকাতা ডার্বি ঘিরে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেওয়া হয়েছে ২৮ অক্টোবর। সে দিন লক্ষ্মীপুজো। সে দিনই আবার ইডেন গার্ডেন্সে নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের মধ্যে বিশ্বকাপের ম্যাচ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইস্ট-মোহন ডার্বি ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সে দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলা আয়োজন করা যাবে কি না তা নিশ্চিত নয়। আরও দু'টি ম্যাচ আয়োজনেও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের সচিব মুকেশ সিংহ জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর ডার্বি আয়োজন নিয়ে দুই প্রধান চিঠি দিয়েছিল ক্রীড়া দফতরে। জবাবে তিনি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত সব দফতরে ছুটি থাকে। তাই ওই সময় যুবভারতী দেওয়া সম্ভব নয়। যদি মাঠই না পাওয়া যায় তা হলে কী ভাবে খেলা আয়োজন করা যাবে?

দুর্গাপুজোর সময় দুই প্রধানের আরও ম্যাচ রয়েছে। ২১ অক্টোবর, সপ্তমীর দিন আইএসএলে গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। ২৪ অক্টোবর, দশমীর দিন আবার এএফসি কাপে বসুন্ধরার বিরুদ্ধে খেলা রয়েছে মোহনবাগানের। দু'টি খেলা যুবভারতীতে হওয়ার কথা। পুজোর সময় এই দু'টি ম্যাচ ঘিরেও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

চলতি মরসুমে ডুরান্ড কাপে ইতিমধ্যেই দু'টি ডার্বি হয়ে গিয়েছে। গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানকে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে আবার বদলা নিয়েছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে আইএসএলের প্রথম ডার্বির দিকে নজর ছিল দুই প্রধানের সমর্থকদের। কিন্তু এখন সেই ম্যাচ ঘিরেই জটিলতা তৈরি হয়েছে।

বিশ্বকাপ খেলানো মহিলা রেফারি এ বার সুনীলদের ম্যাচের দায়িত্বেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর এশিয়ান কাপে পুরুষদের ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করবেন মহিলা রেফারিরা। এশিয়ান কাপের ইতিহাসে প্রথম বার। জাপানের ইয়োসিমি ইয়ামাশিতা-সহ মোট পাঁচ জন মহিলা রেফারিকে পুরুষদের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেও ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন ইয়ামাশিতা। এ বার এশিয়ান কাপেও দেখা যাবে তাঁকে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কাতারে হবে এশিয়ান কাপ। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''এশিয়ার সব থেকে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই প্রথম বার পুরুষদের ম্যাচ পরিচালনা করবেন মহিলা রেফারিরা।'' এই প্রতিযাগিতায় আরও একটি বিষয়ে প্রথম বার হতে চলেছে। সেটি হল ভার (ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) প্রযুক্তির ব্যবহার। এর আগে এশিয়ান কাপে ভার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি। এই প্রযুক্তি রেফারিদের আরও সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন।

প্রথম বার এশিয়ান কাপে ২৪টি দেশ খেলবে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন কাতার আয়োজক দেশ। ছ'টি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে চারটি করে দেশ রয়েছে। গত মাসে এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাস হয়েছে। কাতার ছাড়া জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরানের মতো শক্তিশালী দল খেলবে এশিয়ান কাপে।

ভারত রয়েছে গ্রুপ বি-তে। সেখানে বাকি তিন দেশ হল সিরিয়া, উজবেকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া। এই চার দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া গত কাতার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। সেখানে আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছিল তারা। তাই ভারতের সামনে লড়াই সহজ নয়। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও সিরিয়ার মতো দেশের বিরুদ্ধেও খেলতে হবে সুনীল ছেত্রীদের।